পারিবারিক সংকটে

নবীজির উপদেশ

ড. ইয়াদ কুনাইবি

সত্যায়ন
প্রকাশন

Scanned by CamScanner

পারিবারিক সংকটে

নবীজির উপদেশ

Scanned by CamScanner

পারিবারিক সংকটে নবিজির উপদেশ

মূল :
ড. ইয়াদ কুনাইবি

অনুবাদ :
আব্দুল্লাহ ফয়সাল

সত্যায়ন
প্রকাশন

Scanned by CamScanner

সত্যায়ন
প্রকাশন

পারিবারিক সংকটে নবিজির উপদেশ

গ্রন্থস্বত্ব © সংরক্ষিত ২০২১

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০২১

প্রচ্ছদ : শরিফুল আলম

পৃষ্ঠাসজ্জা : আবদুল্লাহ আল মারুফ

অনলাইন পরিবেশক :
আলাদাবই.কম, ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ১০০ টাকা

সত্যায়ন প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০
+৮৮ ০১৯৬ ৮৮ ৪৪ ৩৪৪
facebook.com/ sottayonprokashon

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

প্রথম পর্ব ৮

পারিবারিক সংকটের যত কারণ ৮

কথোপকথনের সূচনা ও সংকট সমাধান ১২

কথোপকথনে উল্লেখিত হাদীসগুলোর রেফারেন্সসহ মূলপাঠ ৩৫

দ্বিতীয় পর্ব ৫২

সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক ৫২

এক. সন্তানদের উপলব্ধি করান যে,
তারা আপনার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ ৫২

দুই. সন্তান জান্নাত লাভের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ৫৪

তিন. সন্তানদের ইগনোর করা থেকে বেঁচে থাকুন ৫৫

চার. সন্তানদের আগলে রাখুন,
না হয় জন্ম দেওয়া থেকেই বিরত থাকুন ৫৭

পাঁচ. আল্লাহর ব্যাপারে সন্তানদের মনে
খারাপ ধারণা তৈরি করবেন না ৫৯

ছয়. ঢেঁড়সের বাটি নাকি আল্লাহর হক ৬০

Scanned by CamScanner

উপহার

তাঁর প্রতি যিনি সব অন্তরের প্রিয় এবং সব নয়নের সান্ত্বনা...

যিনি সুমহান চরিত্রের অধিকারী এবং অগণিত অনুগ্রহের মালিক...

যাঁর সাথিসঙ্গী ও পরিবারের লোকজন তাঁর জন্য 'তাদের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম স্থান' ব্যতীত অন্য কোনো স্থান পছন্দ করেননি।...তবে এ বিষয়টি তাঁর সহজাত বিনয়ী প্রকৃতিকে একটুও বদলাতে পারেনি। যার ফলে নুবুওয়াতের মহান মর্যাদাও তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে সরলতা, নম্রতা ও স্বাভাবিকতা মুছে দিতে পারেনি, তাঁর পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম গুণাবলি তাঁর স্বচ্ছ-জবাবদিহিতাকেও দূর করে দেয়নি।...বরং এই সব গুণাবলি একধারায় একসাথে অবস্থান করে একটি অপরটিকে শক্তি জুগিয়েছে। পরিণতিতে তিনি হয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব...তবে খুব সহজ-সরল। নিজ মর্যাদায় সুউচ্চ...তবে আশপাশের লোকজনের অতি নিকটবর্তী।

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ ﷺ-এর প্রতি...

এবং তাঁর বিশ্বস্ত ও সবচেয়ে পছন্দনীয় স্ত্রী আমাদের মা, উম্মুল মুমিনীন সিদ্দীকা বিনতুস সিদ্দীক আয়িশা ﵂-এর প্রতি...

আমি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি তাদের সুউচ্চ মর্যাদার সামনে লজ্জাবনত হয়ে হাদিয়া পেশ করছি। আমার পরম দয়ালু রবের নিকট প্রত্যাশা এই যে, তিনি যেন আমাকে তাঁর নবির ভালোবাসা সবার অন্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়ার এবং তাঁর সুরভিত পবিত্র আদর্শ সবার নিকট প্রচার করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত না করেন, যেন এই গ্রন্থটিকে আমার পিতা আবদুল হাফিজ ও আমার মেয়ে সারাহর সাথে একত্রিত হওয়ার মাধ্যম বানান এবং যেন আমাদেরকে, তোমাদেরকে এবং আমাদের সকল বন্ধু-বান্ধবকে বিনা হিসাবে বিনা আযাবে জান্নাতে মিলিত করেন, আমীন।

ইয়াদ কুনাইবি

Scanned by CamScanner

ভূমিকা

এই বইয়ের পাতায় পাতায় রয়েছে নাদার সাথে আয়িশা ﵂-এর এক কাল্পনিক কথোপকথন। আমাদের মা আয়িশা ﵂ হাদীসে যা বলেছেন তা কিছুটা বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছি। বিষয়টা চিত্রিত করতে আরও কিছু বিষয় সংযুক্ত করেছি, তবে নবি ﷺ-এর বাণী ও কর্মের বিবরণ কোনো রকম পরিবর্তন করা ছাড়াই হুবহু রেখে দিয়েছি। উল্লেখ্য, আমাদের এই রচনার উৎস হলো সহীহ হাদীস, যেগুলো আমরা কথোপকথন শেষে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করে দিয়েছি। আমরা এতে কোনো দঈফ হাদীসের আশ্রয় নিইনি।

Scanned by CamScanner

প্রথম পর্ব

পারিবারিক সংকটের যত কারণ

আমেরিকান স্কুলে পড়াশোনা শেষ করেছে নাদা। তারপর স্থানীয় একটা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছে সে। 'মনোরোগ'-এর ওপর স্পেশালাইজেশন তার।

অস্ট্রেলিয়ার একটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পেশালাইজেশন শেষ হওয়ার পর তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় শাদী। যে তার থেকে দুই বছরের বড়ো।

২৬ বছর বয়সী নাদা তার প্রস্তাব গ্রহণ করে। বিয়ে হয়ে যায় দুজনের। কয়েক মাস খুব সুখে-শান্তিতেই দিন কাটে তাদের।

তার পর শুরু হয় সমস্যা। আস্তে আস্তে তা তীব্র হতে থাকে।

জীবনের বসন্ত দীর্ঘ হলো না আর। তারা ঢুকে পড়ল এক সুদীর্ঘ শরৎকালে।

একদিন নাদা দ্রুত কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এল।

তখনো শাদী বাসায় ফিরেনি।

রিডিংরুমে বসল সে। কাগজ-কলম নিল। তারপর লিখতে শুরু করল,

"শাদীর সাথে আমার সমস্যাগুলো কী?"

১. সে খুব নীরস। কোনোদিন আমার সামনে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে না।

Scanned by CamScanner

সে আসলে আমাকে ভালোবাসে কি না তাতেই আমার সন্দেহ?

২. একটা সময় আমি অসুস্থ হয়েছিলাম, তখন সে আমাকে নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেখায়নি, কোনো পরিচর্যা তো না-ই।

৩. আমার অসুস্থতার দিনগুলিতে যখন কিছুটা মানসিক চাপে থাকি, তখনো সে আমার বিষয়টা দেখে না। অথচ সে একজন মানসিক ডাক্তার, আমার কী অবস্থা যায় সেটা তার বোঝার কথা!

৪. মেয়ে হিসেবে আমার যে চাওয়া আছে, সেগুলোকে সে হালকা চোখে দেখে। আমার প্রতি অশ্রদ্ধাভাব প্রদর্শন করে, সম্মানের তো কোনো বালাই নেই।

৫. আমার দরকারি জিনিসগুলো সে গুরুত্বের চোখে দেখে না। দুই হাজার দীনার মূল্যের একটি চুড়ি আম্মা আমাকে গিফট করেছিল। সেটা ভেঙে যাওয়ার পর তাকে বলেছিলাম ঠিক করতে। সেটা কয়েক মাস ধরে তার সামনে টেবিলেই পড়ে আছে। যতবার তাকে মনে করিয়ে দিই সে বলে, 'আজ না হলে আগামীকাল।'

৬. সে একজন স্বার্থপর। আমার থেকে নিজেকে বেশি গুরুত্ব দেয়। কখনো এমন হয় যে আমরা দুজন কাজ সেরে দেরি করে ফিরেছি, ঘরে কোনো খাবার নেই। এমন সময় তার কোনো বন্ধু তাকে খেতে দাওয়াত করলে সে বেরিয়ে যায়; আমার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাও করে না।

৭. তার সাথে যে সময়টুকু কাটে, সেটা কোয়ালিটি টাইম হয় না। সে কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকে। আমাদের শরীর কাছাকাছি থাকলেও মন থাকে অনেক দূরে।

৮. কর্মক্ষেত্রের সমস্যাগুলো সে ঘরে নিয়ে আসে। তার সাথে আমি নিজেকে নিরাপদ অনুভব করি না।

৯. ওদিকে আমার সাথে তার আনন্দের বিষয়গুলোও ভাগাভাগি করে নেয় না।

১০. তার সাথে কোনো বিষয়ে লম্বা সময় কথা বললে সে বাধা দিয়ে সংক্ষিপ্ত করতে বলে। আমাকে বেশি প্রশ্ন করতে দেখলেই গজগজ করে ওঠে।

১১. আমার প্রতি সে আর আকৃষ্ট নয়। এর চেয়েও কষ্টের বিষয় হলো সে আমার চেয়ে তার নারী সহকর্মীদের বেশি গুরুত্ব দেয়, তাদের সাথে হাসিখুশি ও অত্যন্ত

Scanned by CamScanner

মিশুক সময় কাটায়। আমার জন্য গাড়িতে দুই মিনিটও বেশি অপেক্ষা করতে হলে সাথে সাথে রেগে যায়। ওদিকে একবার তার এক নারী সহকর্মী পনেরো মিনিট দেরি করেছিল। আমরা দুজন বসেছিলাম। তার পর যখন সে এসে 'সরি' বলল, তখন তার উত্তর ছিল, 'না, না, কোনো সমস্যা হয়নি!'

১২. একবার আমি তার মোবাইল নিয়েছিলাম এবং তার এক নারী সেক্রেটারিকে তার নামে একটি মেসেজ করেছিলাম। তাতে বলেছিলাম, 'আপনি 'শুভসকাল', 'শুভসন্ধ্যা' এই জাতীয় মেসেজ করা থেকে বিরত থাকবেন।' এমনটি করেছিলাম তাকে ভালোবেসে তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে। পরে যখন সে এ বিষয়টি জানতে পারে তখন আমার ওপর প্রচণ্ড রাগ করে এবং কয়েক দিন সব রকমের কথা-বার্তা বন্ধ রাখে। আবার তার মোবাইলে পাসওয়ার্ড দিয়ে লক করে রাখে যাতে আমি তা খুলতে না পারি।

১৩. আমি অনুভব করছি, তার সাথে অবস্থান করে আমার ব্যক্তিত্ব মরে গেছে। তার সাথে থাকলে অন্যদের সামনে নিজেকে গুরুত্বহীন ও দুর্বল মনে হয়। নিজের সম্মান যেন হারিয়ে ফেলি।

১৪. আমি যখন ঈর্ষা করি তখন সে জবাব দিয়ে বলে, আমি নাকি আমার বন্ধুদের সাথে ইচ্ছা করেই কথা বলি। আমি নাকি তাদের কোনো একজনের প্রতি আকৃষ্ট!

১৫. কাজের মেয়েটা যখন ছুটিতে থাকে তখন ঘরের কাজে সে একটুও সাহায্য করে না। ওদিকে অনলাইনে 'নারী অধিকার' নিয়ে পোস্ট দিয়ে বেড়ায়। বাথরুমে ঢুকলে ঝরনাটা ছেড়ে দেয়। পরিষ্কার করে না কোনো কিছু। নিজের সব জামাকাপড় রেখে বেরিয়ে যায়—আমি সব পরিষ্কার করে দেবো এই আশায়! কিন্তু কেন? সে তো নারী-পুরুষের সমতায় বিশ্বাস করে।

১৬. কিছুদিন হলো সে ধূমপান করতে শুরু করেছে। যার দুর্গন্ধে খুব অস্বস্তি লাগে আমার। ছোটোখাটো বিষয়েও আমার রাগ এখন বেড়েই চলছে। ও মানুষের জন্য যেভাবে সাজগোজ করে, আমার জন্য সেভাবে কেন করে না?

১৭. তার অনুপস্থিতিই এখন আমার কাছে ভালো লাগে।

১৮. শাদীর সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, সে মানুষের সামনে খুব ভালো সাজে। যেন

Scanned by CamScanner

প্রেমময় স্বামী। কিন্তু আমার সামনে এলে তার ভালো রূপ উধাও হয়ে যায়। আবার অজুহাত দেখায়— জীবনের ব্যস্ততায় সে জর্জরিত। তা ছাড়া মানসিক ডাক্তার হিসেবে তো মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করতেই হবে!

১৯. তার ব্যক্তিগত জীবনের খুবই খারাপ কিছু দিক আছে, যেগুলো নিয়ে কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। খুবই জঘন্য বিষয়!

২০. আমার কাছে তার অবয়ব-আকৃতিটা ভীতিকর ও অপছন্দনীয়, তাই যখন আমাদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক চলে, তখন মনে হয় যেন কী এক গর্হিত বাজে কাজ করছি।

২১. আমার সামনে সে তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না, নিজেকে বড়ো মনে করে। যদি কোনো কিছুতে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তা হলে আমার ওপরই ক্ষোভ ঝাড়ে।

২২. তার গুরুত্বের দিকগুলো আমি আর গুরুত্বের চোখে দেখি না। ইচ্ছা করেই তার প্রতিটা কাজের বিরোধিতা করি। কোনোকিছুতেই আর তার সাদৃশ্য অবলম্বন করতে চাই না।

২৩. আমি একজন মানসিক ডাক্তার, অথচ মানসিকভাবেই তার ওপর আমি বিরক্ত, বিষণ্ন!

তার থেকে তালাক চেয়েছিলাম, কিন্তু সে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমার জন্য সে যা যা কিনেছিল, যেগুলো আমার নামে লিখে দেয়নি সে রকম কোনোটার ব্যাপারেই সে ছাড় দেবে না।

আমি কিছু বান্ধবীর সাথে কথা বলেছিলাম যাতে তাদের কাছ থেকে সমাধান পাই। কিন্তু পরে আবিষ্কার করেছি যে তারা সবাই কম-বেশি একই সমস্যায় ভুগছে। হতে পারে আমাদের মাঝে বিরক্তির মাত্রায় রকমফের আছে।

অনেকদিন আগে আমি এক তরুণীর কথা শুনেছিলাম। যার নাম আয়িশা। শুনেছি তার সাথে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর বৈবাহিক জীবনের চমৎকার চমৎকার গল্প আছে। সেটা অবশ্য আমার পরিবেশ থেকে পুরোপুরি ভিন্ন।

Scanned by CamScanner

এখন মনে পড়ছে আয়িশার কথা। সীরাতের পাতাগুলো পড়তে লাগলাম। চলে গেলাম তার কাছে পরামর্শ চাইতে। কিন্তু তার এবং তার স্বামীর উন্নত চরিত্রের কিছু বিবরণ আগেই শুনেছিলাম। তাই নিজের সবকিছু তুলে ধরতে সংকোচ হলো আমার।

শাদীর সাথে আমার যে কয়টি সমস্যা ছিল আমি তাকে সে কয়টি প্রশ্নই করলাম। যাতে আমি আমাদের পরস্পরের অবস্থা তুলনা করতে সক্ষম হই।

কথোপকথনের সূচনা ও সংকট সমাধান

আয়িশা ﵂-এর উদ্দেশ্যে নাদার প্রশ্ন :

'আপনি কি মুহাম্মাদ ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু প্রশ্ন করার অনুমতি হবে?'

'হ্যাঁ।'

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী খুব নীরস। কোনোদিন আমার সামনে তার ভালোবাসার কথা প্রকাশ করে না। সে আসলে আমাকে ভালোবাসে কি না তাতেই আমার সন্দেহ।' তাই সে জিজ্ঞাসা করল,

① 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করতেন?'

আয়িশা ﵂ মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, 'তিনি সাওমরত অবস্থায়ও আমাকে চুমু দিতেন।' [১]

সাহাবিরা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?'

Scanned by CamScanner

তিনি বলেছিলেন, "আয়িশা।" [২]

তা-ও বলেছেন এমন এক সমাজে, যেখানে কেউ স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা প্রকাশ্যে বলতে অভ্যস্ত ছিল না।

> নাদা মনে মনে বলল, 'আমি একবার অসুস্থ হয়েছিলাম, শাদী আমাকে কোনো গুরুত্ব দেয়নি, আমার সাথে কোনো ভালো ব্যবহারও করেনি।' সে জিজ্ঞাসা করল,

② 'আপনি যখন অসুস্থ হতেন তখন কি তিনি আপনার প্রতি গুরুত্ব দেখাতেন?'

আয়িশার উত্তর, 'তিনি আমার সাথে তখন পূর্বের তুলনায় আরও বেশি ভালো ব্যবহার করতেন। আমার ব্যথার স্থানে হাত রেখে দুআ করে দিতেন।' [৩]

> নাদা মনে মনে বলল, 'আমার অসুস্থতার দিনগুলোতে কিছুটা বিরক্ত থাকি আমি। তারপরও শাদী আমার বিষয়টা বোঝে না। অথচ সে একজন মানসিক ডাক্তার। আমার বিষয়টা তার বোঝার কথা!' সে জিজ্ঞাসা করল,

③ 'আচ্ছা, আপনার অসুস্থতার দিনগুলোতে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনার যত্ন নিতেন?'

'তিনি এ সময়টাতে আমার সাথে সবচেয়ে বেশি উত্তম আচরণ করতেন। হায়েজ অবস্থায় আমি পান করতাম। তারপর তার হাতে পানপাত্র তুলে দিলে তিনি ইচ্ছা করে সে জায়গায় মুখ দিতেন যেখানে আমি মুখ দিয়েছি। আমি গোশত খেয়ে নবি ﷺ-কে দিতাম। তিনি ইচ্ছা করে সে জায়গায় মুখ রাখতেন, যেখানে আমি রেখেছি।[৪]

আমার মন ভালো করতে এবং আমার দুঃশ্চিন্তা দূর করতেই তিনি এমনটি করতেন।

একবার হজ্জের সময় আমি 'অসুস্থ' হয়ে পড়ি। হজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি কান্না করতে শুরু করি। তখন তিনি আমাকে বললেন, "এটা আদমের কন্যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার ফয়সালা।" তারপর আমার করণীয় কী তা বুঝিয়ে দিলেন।" [৫]

Scanned by CamScanner

নাদা মনে মনে বলল, 'একজন মেয়ে হিসেবে আমার যে চাওয়া-পাওয়া সেগুলোকে শাদী হালকা চোখে দেখে। আমার প্রতি অশ্রদ্ধাভাব প্রদর্শন করে, সম্মানের তো কোনো বালাই নেই।' সে জিজ্ঞাসা করল,

④ 'আচ্ছা, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনার চাওয়া-পাওয়াকে বিবেচনায় রাখতেন?'

মুচকি হেসে আয়িশা ﵂-এর উত্তর, 'একবার মাসজিদে বর্শা নিয়ে হাবশিরা খেলা করছিল। তিনি আমাকে বললেন, "তুমি কি তা দেখতে চাও?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।'

তিনি দরজার দিকে উঠে গেলেন। আমিও তার পেছনে গেলাম। তার কাঁধের ওপর আমার থুতনি রেখে গালের সাথে গাল মিশিয়ে দিলাম। তিনি আমাকে ঢেকে দিলেন নিজের চাদরে।

কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে তো?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না।'

তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়েই রইলেন।

কিছুক্ষণ পর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'এবার যথেষ্ট হয়েছে তো?'

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না।' [৬]

এভাবে তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন, যতক্ষণ-না আমি সরে এলাম।

এজন্য যখন আমি মানুষদের শেখাচ্ছিলাম তখন ছোটো ছোটো মেয়েদের গুরুত্ব দেওয়ার বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে তাদের বলি, 'তোমরা অনুমান করো খেলাধুলায় আগ্রহী অল্পবয়সী একজন মেয়ে কী পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?!' [৭]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কম বয়সে বিবাহ করেন। আমি তাঁর ঘরে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আমার সাথে আমার সমবয়সী কিছু মেয়েও খেলত। নবিজিকে ঢুকতে দেখলে তারা ভয় পেয়ে লুকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি আবার তাদেরকে আমার ঘরে ঢুকাতেন। [৮]

যেন তিনি তাদের অনুভব করাতেন, 'তোমাদের আনন্দ তোমরা করো।'

Scanned by CamScanner

একদিন আমার পুতুলগুলো দেখে বললেন, "আয়িশা, এগুলো কী?"

আমি বললাম, 'এগুলো আমার মেয়ে।' সেগুলোর মাঝে পাখাওয়ালা একটা ঘোড়া দেখে তিনি বললেন, "মাঝে যেটা দেখছি ওটা কী?"

আমি বললাম, 'ঘোড়া।'

তিনি বললেন, "ঘোড়ার ওপর ওটা কী?"

আমি বললাম, 'দুই ডানা।'

তিনি বললেন, "ঘোড়ার দুই ডানা?!"

আমি বললাম, 'আপনি কি শোনেননি সুলাইমান ﷺ-এর ডানাওয়ালা ঘোড়া ছিল?'

এটা শুনে তিনি হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল।' [৯]

❁ 'মানে আপনি তাঁর সাথে কৈশোরের দিনগুলোও কাটিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। সে সময় তিনি যা যা করতেন সবকিছুই আমি তাঁর থেকে শিখে রাখতাম। খেলতাম। মজা করতাম। শিখতাম। ইবাদাত করতাম। প্রশান্তচিত্তে ও খুশি মনে। আমি যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত তিনি আমাকে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন, আমার দেখভাল করে গেছেন।'

> নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী আমার জিনিসপত্রের ব্যাপারে কোনো গুরুত্ব দেয় না। মা আমাকে এক হাজার দীনারের যেই চুড়িটা দিয়েছিলেন সেটা ভেঙে যাওয়ার পর তাকে বলেছিলাম ঠিক করে দিতে। কয়েক মাস ধরে সেটা তার সামনে টেবিলে পড়ে আছে। যতবার তাকে মনে করিয়ে দিই সে বলে, আজ না হলে আগামীকাল!' সে প্রশ্ন করল,

⑤ 'নবি ﷺ কি আপনার বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিতেন?'

আয়িশা ﵂-এর উত্তর, 'আমি একবার তাঁর সাথে এক সফরে বের হলাম। পথে আমার হার হারিয়ে গেল। নবি ﷺ সেখানে অবস্থান নিলেন যাতে আমরা সেটা খুঁজে পাই। তাঁর সাথে তাঁর সাথিরাও অবস্থান নিল। তাদের কাছে পানি ছিল না বা এমন কিছু ছিল না যা দিয়ে তারা ওজু করবে।

Scanned by CamScanner

আমার বাবা (আবূ বকর) রেগে-মেগে এলেন। কারণ আমার কারণে সবার দেরি হয়েছিল। তিনি এসে আমার শরীরের পাশে সজোরে খোঁচা দিতে লাগলেন। আমি নড়ছিলাম না, কারণ আল্লাহর রাসূল ﷺ তখন আমার উরুর ওপর ঘুমিয়ে ছিলেন। তিনি জেগে উঠলে তাঁর আরামটা নষ্ট হয়ে যেত।

আমার হার আরও একবার হারিয়ে গিয়েছিল। সেই হারের খোঁজে দেরি হওয়াতেই আমার সম্পর্কে অপবাদের ঘটনা রটায় মুনাফিকরা। কিন্তু এই বারবার হার হারানোর ঘটনায় আল্লাহর রাসূল আমাকে কখনো ধমক পর্যন্ত দেননি।

> নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী তো খুব স্বার্থপর। কখনো আমরা দুজনই কর্মক্ষেত্র থেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে ফিরি। ঘরে কোনো খাবার থাকে না। তাকে তার কোনো বন্ধু খাবারের অফার দিলে সে বেরিয়ে চলে যায়। আমার খোঁজও নেয় না।' সে জিজ্ঞাসা করল,

৬ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পানাহারের ক্ষেত্রে কখনো আপনার ওপর নিজেকে প্রাধান্য দিতেন?'

আয়িশা رضي الله عنها-এর উত্তর,

"কখনো না! আমাদের এক পার্সিয়ান প্রতিবেশী ছিল। একবার তিনি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাকে দাওয়াত দিতে এলেন। তিনি আমাকে দেখিয়ে বললেন, "আর সে?"

প্রতিবেশী বলল, 'না।'

তিনিও বললেন, "না।"

মানে আমার সাথে যদি আয়িশা না যায় তা হলে আমি যাব না। আবারও সেই প্রতিবেশী দাওয়াত দিলো। এবারও তিনি বললেন, "আর সে?"

সে বলল, 'না।'

তিনিও বললেন, "না।"

পরের বার দাওয়াত দিতে এলে আবার তিনি বললেন, "আর সে?"

Scanned by CamScanner

এবার প্রতিবেশী বলল, 'হ্যাঁ।'

তারপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সেই প্রতিবেশীর বাড়িতে গেলাম।' [১০]

❁ **'তিনি কেন একা যেতে চাইলেন না?'**

'তিনি জানতেন আমি এই খাবার পছন্দ করি। আমাদের কাছে খাবার সামান্যই ছিল। তাই তিনি আমাকেও শরীক করতে চাইলেন। হয় আমরা দুজনই খাব, নতুবা দুজনই ক্ষুধার্ত থাকব।'

ঘটনাটা নাদার মনে নাড়া দিলো। তার কাছে এটা অনেক বড়ো ব্যাপার ছিল।

❁ **'আপনাদের কাছে খাবার কম ছিল কেন?'**

'নবি ﷺ-এর কাছে খাবার হাদিয়া আসত। তিনি দরিদ্রদের আর সুফ্‌ফার অধিবাসীদের সব দিয়ে দিতেন। তার পর ধৈর্য ধরতেন। আমিও তার সাথে ধৈর্য ধরতাম। কী করে ধৈর্য না ধরে পারি, যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তিনি আমাকে ছাড়া খেতে চাইছেন না?!'

❁ **'এ প্রশ্নটা করার জন্য দুঃখিত! আপনার মতো এমন সুন্দরী বুদ্ধিমতী যুবতী মেয়ের কি কখনো আল্লাহর রাসূল থেকে দূরে আরও সুখী জীবন কাটানোর সুযোগ আসেনি? ইয়ে মানে কখনো কি আপনি তাঁর থেকে আলাদা হওয়ার কথা ভেবেছিলেন?'**

তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'একটা ঘটনা বলি। আমি এবং নবিজির অন্যান্য স্ত্রীরা দুনিয়ার বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু চাইতাম। একটু বেশিই চাইতাম। একে অন্যকে ঈর্ষা করতাম। প্রত্যেকে তাঁকে আলাদাভাবে পেতে চাইতাম। এজন্য একে অন্যের বিপক্ষে কৌশল অবলম্বন করতাম। একবার তিনি রেগে আমাদের সাথে এক মাস কথা বলেননি।

তার পর একটা আয়াত নাযিল হলো। সেখানে আমাদেরকে নবি ﷺ-এর সাথে কষ্টের জীবন কাটানো কিংবা দুনিয়ায় সুখের বস্তু লাভের বিনিময়ে তালাক প্রাপ্তির অপশন দেওয়া হলো।

নবি ﷺ আমাকে দিয়ে পরামর্শ শুরু করলেন। তিনি বললেন, "আয়িশা, আমি তোমার কাছে একটা প্রস্তাব রাখছি। এ ব্যাপারে আমি চাই তুমি তোমার মা-বাবার

Scanned by CamScanner

সাথে পরামর্শ করেই সিদ্ধান্ত নাও। তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই।"

আমি বললাম, 'সেটা কী, আল্লাহর রাসূল?'

তিনি আমার সামনে আল্লাহর বাণী পাঠ করে শোনালেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

"হে নবি, আপনি আপনার স্ত্রীদের বলুন, 'তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও এর চাকচিক্য কামনা করো তবে আসো, আমি তোমাদের ভোগ-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দিই। আর যদি তোমরা চাও আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের আবাস, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহাপ্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ২৮-২৯)

নবি ﷺ বলা শেষ করলেন। আমার জবাবের অপেক্ষায় রইলেন, তবে বাবা-মায়ের সাথে পরামর্শ করার পর।

আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার ব্যাপারে আমি মা-বাবার সাথে পরামর্শ করব?! বরং আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাতের আবাসকেই বেছে নেব।'

কী মিষ্টি সে কথা! নাদার কানে বাজল। সে অনুভব করল যে এটা এমন যুবতীর ভালোবাসা যে তার স্বামীর সাথে একাত্মা হয়ে গেছে। দুজনের বিচ্ছিন্ন হওয়াটা অসম্ভব।

নাদার মনে পড়ল কীভাবে সে শাদীর থেকে ডিভোর্স চেয়েছিল। কিন্তু তখন শাদী তাকে বলেছিল যে তার জন্য যা কিছু কিনেছে তার কিছুই শাদী মাফ করবে না। আর যেগুলো তার নামে লেখেনি, সেগুলো তো দেবেই না।

যেন নাদা কেবল ওই জিনিসগুলোর জন্যই আছে, শাদীর জন্য নয়!

ওদিকে আয়িশাকে নবিজি থেকে পৃথক হয়ে দুনিয়ার চাকচিক্য ভোগ করার সুযোগ

Scanned by CamScanner

দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে নির্দ্বিধায় নবিজিকে বেছে নিয়েছিল।

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী যে সময়টা আমার সাথে কাটায়, সেটা কোয়ালিটি টাইম হয় না। কেমন যেন অন্যমনস্ক থাকে।' সে জিজ্ঞাসা করল,

৭ 'আল্লাহর রাসূলের জীবনে তো ছিল অনেক দায়িত্ব, বিপুল ব্যস্ততা। এত কিছুর পরও যখন আপনার সাথে সময় কাটাত, তখন কি আপনি অনুভব করতেন যে তিনি আপনার জন্য তার আবেগ বরাদ্দ রেখেছেন?'

'তিনি যখন আমার সাথে থাকতেন তখন পূর্ণাঙ্গ হক আদায় করতেন। শরীর-মন উভয়টা উপস্থিত থাকত তার। আমার কাছাকাছি থাকার প্রতিটা মুহূর্ত তিনি কাজে লাগাতেন। তিনি এমন কিছু আমাকে অনুভব করাতেন, যা আমার কাছে খুবই দামি। তাই তো দেখো আমি তার কথা এত বেশি বর্ণনা করি। আমি তার জীবনের প্রান্তে ছিলাম না, গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল আমার। আমার মাসিক অসুস্থতা চলাকালে আমারই কোলে মাথা রেখে তিনি কুরআন পড়তেন। [১১]

কুরআন তো তিনি সর্বাবস্থায়ই পড়তে পারেন। কিন্তু আমার থেকে দূরে থাকা অবস্থায় না পড়ে আমার কোলে মাথা রেখে পড়তেন। যাতে আমি আনন্দিত হই, প্রশান্তি অনুভব করি।

এই অসাধারণ চিত্রটা কল্পনা করল নাদা

নাদা কল্পনা করল রাসূল ﷺ মিষ্টি সুরে কুরআন পড়ছেন। তাঁর মাথা আয়িশা ﵂-এর কোলে। তিনি চুলে বিলি কাটছেন। আর শুনছেন তাঁর সুমধুর তিলাওয়াত। ভীষণ আবেগে এক অপরিসীম ভালোবাসা নিয়ে। কী মনোরম ও প্রশান্তিময় এক পরিবেশ!

আয়িশা ﵂ বললেন, 'আমরা গোসলের সময়টাতেও খুব আনন্দ করতাম। এক পাত্র থেকে দুজনে মজা করতে করতে গোসল করতাম। আমি বলতাম, 'আমার জন্য রাখেন! আমার জন্য রাখেন!' তিনিও বলতেন, "আমার জন্য রাখো, আমার জন্য রাখো।" ভালোবাসা, আনন্দ ও যত্নের সাথে কথাগুলো বলতাম।' [১২]

আয়িশা ﵂ মুচকি হেসে আবার বললেন, 'তাঁর সাথে একবার সফর করলাম আমি। তখন আমি ছিলাম ছিপছিপে গড়নের। তিনি সাহাবিদের বললেন, "তোমরা

Scanned by CamScanner

আগে চলে যাও।" তারা আগে চলে গেল। তারপর তিনি বললেন, 'এসো, আমরা প্রতিযোগিতা করি।' তখন দৌড়ে আমি তাঁর ওপর বিজয়ী হলাম।

পরে আমার বয়স বাড়ার সাথে আমার ওজন বেড়ে গেল। প্রথম প্রতিযোগিতার কথা ভুলে গেলাম। এক সফরে তাঁর সাথে বের হলে তিনি সাথিদের বললেন, "তোমরা আগে চলে যাও।" তারা আগে চলে গেল। তিনি বললেন, "আসো, আমরা প্রতিযোগিতা করি।" আমি বললাম, 'এই অবস্থায় কীভাবে আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব?' তিনি বললেন, "তুমি অবশ্যই পারবে, এসো।" এবার প্রতিযোগিতায় তিনি আমাকে হারিয়ে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, "এটা হলো আগেরটার বদলা।" [১৩]

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী ঘরের বাইরের সমস্যাগুলো ঘরে নিয়ে আসে।' সে জিজ্ঞাসা করল,

(৮) 'কিন্তু নবিজির বিরুদ্ধে কাফির, মুনাফিকদের চক্রান্ত ছাড়াও জীবনের নানামুখী দায়িত্ব কি আপনাদের জীবনের স্থিতিশীলতায় কোনো প্রভাব ফেলত না?'

'না। বরং তিনি যখন আমার ঘরে ঢুকতেন তখন যেন সকল দুশ্চিন্তাকে দরজার বাইরে রেখে আসতেন। তার মাঝে কেবল প্রশান্ত মন, হৃদয়-ভরা ভালোবাসা, স্থিরতা আর উত্তম আচরণই পেতাম।'

❁ 'মানে এত কিছুর মাঝেও তাঁর সাহচর্যে আপনি নিরাপত্তা খুঁজে পেতেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এর থেকে বড়ো নিরাপত্তা আর কীইবা হতে পারে?'

নাদা মনে মনে বলল, 'ওদিকে শাদী আমার সাথে তার আনন্দও ভাগাভাগি করে নেয় না।' সে জিজ্ঞাসা করল,

(৯) 'নবিজি কি তাঁর আনন্দ আপনার সাথে ভাগ করে নিতেন?'

'অবশ্যই!'

'একবার তিনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। আনন্দে তার মুখ ঝলমল করছিল। তিনি আমাকে বললেন, "জানো, মুজায্যায এখন যাইদ ইবনু হা্রিসা আর উসামা ইবনু

Scanned by CamScanner

যাইদের পায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছে, 'এই পাগুলো একটা অন্যটার থেকে'।"

তিনি খুবই আনন্দিত[১] হয়েছিলেন। পা দেখে বংশ নির্ণয় করে এমন একজন লোক যাইদ আর তার ছেলে উসামার পা দেখেই তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে দিতে পেরেছে। তাদের চেহারা সে দেখেনি, কারণ তাদের চেহারা ঢাকা ছিল। অথচ উসামার পা দুটো তার মায়ের মতো কালো ছিল। আর যাইদের পা ছিল সাদা।

নাদা মনে মনে বলল, 'আমি যদি কোনো বিষয়ে শাদীর সাথে একটু লম্বা কথা বলি, অমনি সে আমার কথায় বাধ সেধে সংক্ষেপ করতে বলে। আমাকে বেশি প্রশ্ন করতে দেখে সে বিরক্ত হয়।' সে জিজ্ঞাসা করল,

১০ 'আচ্ছা, নবিজি কি আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন?'

'তিনি কখনো আমার কথায় বাধা দেননি। একদিন আমি তাকে শোনাচ্ছিলাম এগারো জন মহিলার ঘটনা। লম্বা এক আলোচনা। এগারো জনের শেষজন ছিলেন আবূ যারআ। তিনি তার স্ত্রীকে মর্যাদা দিতেন। পুরো ঘটনা আল্লাহর রাসূল ﷺ শুনে গেলেন। আমাকে থামালেন না। শেষ হওয়ার পর ভালোবাসা-মাখা কণ্ঠে বললেন, "আমি তোমার জন্য তেমন, আবূ যারআ উম্মু যারআর জন্য যেমন। (মর্যাদা প্রদানের দিক থেকে)" [১৪]

আমি তার কাছ থেকে এমন কিছু যদি শুনতাম যা আমার জানা নেই, সেটা তাকে আবার জিজ্ঞাসা করতাম যাতে জেনে নিতে পারি। যেমন একবার তিনি বললেন, "যার হিসাব নেওয়া হবে, তার শাস্তি হবে।"

আমি বললাম, 'আল্লাহ কি বলেননি,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

"তার খুব সহজ হিসাব হবে।" (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৮)

তিনি বললেন, "সেটা তো উপস্থাপন মাত্র। কিন্তু যার হিসাব-নিকাশ করা হবে, সে

[১] রাসূল ﷺ-এর আনন্দিত হওয়ার কারণ হলো : যাইদ ﷺ ছিলেন ফর্সা আর তার ছেলে উসামা ﷺ ছিল কালো। যার কারণে মানুষজন বিভিন্ন কথাবার্তা বলত। পরে যখন সবার কাছেই গ্রহণযোগ্য এমন একব্যক্তি তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করে দেন তখন নবি ﷺ অনেক খুশি হন।

Scanned by CamScanner

ধ্বংস হয়ে যাবে।" [১৫]

ইলমের প্রতি আমার তীব্র ভালোবাসা থাকার কারণে তিনি খুবই খুশি ছিলেন। তাকে আমি বহু প্রশ্ন করেছি, যেগুলো হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি গুরুত্বের সাথে সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন। আমাকে এত প্রশ্ন করতে দেখে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। আমার কোনো প্রশ্নকে কখনো হালকা করে দেখেননি।'

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী আমার প্রতি আর আকৃষ্ট নয়। এর চেয়েও কষ্টের বিষয় হলো সে আমার চেয়ে তার নারী সহকর্মীদের বেশি গুরুত্ব দেয়, তাদের সাথে হাসিখুশি ও অত্যন্ত মিশুক সময় কাটায়।। তার যত সেন্স অফ হিউমার সব তাদের কাছেই প্রকাশ পায়।' সে জিজ্ঞাসা করল,

১১ 'আপনি কোনো ভুল করলে নবি ﷺ কি রেগে যেতেন?'

'না। বরং আমার সাথে কোমল আচরণ করতেন। একবার তাঁর সামনে তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যার ব্যাপারে কটু মন্তব্য করলে তিনি বলেন, "তুমি এমন কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রের পানিতে মিশানো হয়, তা হলে এর স্বাদ পরিবর্তন করে ফেলবে।'

এটা বলেছিলেন যাতে আমি সংযমী হই। আমি যেন আল্লাহকে ভয় করি। তিনি আমাকে একটুও কঠোর ভাষায় কিছু বলেননি। আমি ভুল করার পর সর্বোচ্চ তিনি যা করেছেন তা হলো, তার চেহারা-ভঙ্গিমায় পরিবর্তন এনেছেন। আমার মাঝে একটা অনুভূতি তৈরি করেছেন যাতে আমি তাঁর মুখভঙ্গি দেখে সে আলোকে নিজের চালচলনকে সংশোধন করে নিই।

❁ 'তিনি কি চেঁচামেচি করতেন?'

'কখনোই না।' মুচকি হেসে উত্তর।

'একবার আমাকে বললেন, "আমি জানি কখন তুমি আমার ওপর রাজি-খুশি থাকো, আর কখন নারাজ হও।" আমি বললাম, 'কীভাবে জানেন?' তিনি বললেন, "তুমি যখন আমার ওপর খুশি হও, তখন বলো, 'না, মুহাম্মাদের রবের শপথ!' আর যখন রেগে থাকো, তখন বলো, 'না, ইবরাহীমের রবের শপথ!'।" আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল, আমি তখন শুধু আপনার নামটাই ত্যাগ করি।' [১৬]

Scanned by CamScanner

অর্থাৎ কেবল আপনার নাম বলাটাই ছেড়ে দিই। না হলে আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা হৃদয়ে গেঁথে আছে। সেটা কোনোভাবেই দূর হবার নয়।'

❁ 'আচ্ছা, তা হলে ওনার কোন বিষয়টা আপনাকে রাগিয়ে তুলত?'

'তাঁর প্রতি আমার ঈর্ষা!'

❁ 'তাঁকে আপনি এতটাই ভালোবাসতেন, তাঁর প্রতি ঈর্ষা করে একা একাই তাঁকে পেতে চাইতেন?'

'তাঁকে ভালো না বেসে থাকি কী করে, যেখানে তাঁর আচার-আচরণ এমন! একবার আমার ভাগে তার রাত্রি ছিল। তিনি এসে আমার পাশে শুয়ে পড়লেন। যখন মনে হলো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন নীরবে উঠে জুতা পড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও দ্রুত জামা পরে তার পিছু নিলাম। এটা দেখার জন্য যে অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে যান কি না। দেখি তিনি বাকীউল গারকাদ কবরস্থানে গিয়েছেন, যেখানে তাঁর কিছু সাহাবিকে দাফন করেছেন। তিনি যখন ফিরতে উদ্যত হলেন, তখন আমি দৌড় দিলাম। তাঁর আগেই আমি ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম, যাতে তিনি বুঝতে না পারেন আমি তাঁকে অনুসরণ করছিলাম। ঢোকার পর আমার শ্বাসপ্রশ্বাস দেখে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি উত্তর এড়িয়ে যেতে গিয়েও পরে উত্তর দিলাম। তিনি জানালেন, জিবরীল এসে তাকে জানিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা বাকী'র অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা চাওয়ার আদেশ দিয়েছেন। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন আমি জেগে গেলে ভয় পাই কিনা তাই নীরবে বের হয়েছিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'কবর যিয়ারাত করার সময় কী বলব?' তিনি আমাকে তা শিখিয়ে দিলেন।' [১৭]

নাদা জানতে চাইল আয়িশা ﵂-এর এই ঈর্ষার সাথে নবিজির আচরণ কেমন ছিল। কিন্তু শাদী তার সহকর্মীদের সাথে কেমন ফ্রি সেটা বলতে তার লজ্জা হলো। কারণ সেটার সাথে যে নবিজি ও তার স্ত্রীদের হালাল সম্পর্কের কোনো তুলনাই চলে না। সে বলল,

Scanned by CamScanner

১২ 'অন্য স্ত্রীদের প্রতি আপনার গাইরত বা ঈর্ষার বিপরীতে নবিজি কী করতেন?'

মুচকি হেসে আয়িশা ﵂-এর উত্তর,

'আমার বাড়িতে একদিন আল্লাহর রাসূল তাঁর সাহাবিদের আমন্ত্রণ জানালেন। নবিজির স্ত্রী উম্মু সালামা একটা বড়ো থালায় খাবার নিয়ে এলেন যাতে নবিজি ও তার অতিথিদের আপ্যায়ন করা যায়। আমার হাতে একটি পাথর ছিল। সেটা দিয়ে আমি থালাটা ভেঙে ফেললাম।'

নাদার মুখ হা হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল,

'আল্লাহর রাসূল কী করলেন?'

আয়িশা ﵂-এর জবাব, 'তিনি থালার ভগ্নাংশগুলো একত্র করলেন। তার ওপরই খাবার ছিল। সাথিদের বললেন, "তোমরা খেয়ে নাও। তোমাদের মা ঈর্ষা করেছেন। তোমরা খেয়ে নাও। তোমাদের মা ঈর্ষা করেছেন।" (তোমাদের মা বলে) আমাকে বুঝিয়েছিলেন। তার পর আমার কাছ থেকে নতুন একটা থালা নিয়ে নবিজি সেটা উম্মু সালামাকে পাঠালেন।' [১৮]

❁ 'ঘটনা এখানেই শেষ?!'

'হ্যাঁ।'

❁ 'কী! মারেন নাই আপনাকে?'

মুচকি হেসে উত্তর,

'আমাকে মারবেন? তিনি তো কখনো তার হাত দিয়ে কোনো নারী, খাদেম বা কাউকেই মারেননি। একমাত্র জিহাদের ময়দানেই তিনি মেরেছেন।' [১৯]

নাদা মনে মনে বলল, 'আমার মনে হয় শাদীর সাথে থাকতে থাকতে আমার ব্যক্তিত্ব মরে গেছে। তার সাথে থাকলে অন্যদের সামনে নিজেকে দুর্বল আর অসম্মানিত মনে হয়!' সে জিজ্ঞাসা করল,

Scanned by CamScanner

১৩ 'আপনি কি নবিজির সামনে শক্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রাণ খুলে আচরণ করতে পারতেন?'

আয়িশা ﵂ হেসে বললেন,

'একবার ঘরে খাবার এল। আমার ঘরে নবিজির স্ত্রী সাওদা বসে ছিল। আমি তাকে বললাম, 'আপনি খান।' নবিজি তখন আমাদের মাঝেই অবস্থান করছিলেন। সাওদা বললেন, 'আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি খাব না।' আমি বললাম, 'আপনি অবশ্যই খাবেন, না হলে আপনার মুখে মাখিয়ে দেবো।' তিনি খেলেন না। আমিও তার মুখে মাখিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন। সাওদা একটু খাবার নিয়ে আমার মুখেও লাগিয়ে দিলেন। নবিজি তখনো হাসছেন।' [২০]

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী আমার ঈর্ষার জবাবে খারাপ ধারণা করে বলে, আমি নাকি ইচ্ছা করেই বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিই। আমার নাকি কোনো তাদের একজনের প্রতি আকর্ষণও আছে!' সে জিজ্ঞাসা করল,

১৪ 'নবিজি কি আপনার ব্যাপারে উত্তম ধারণা পোষণ করতেন?'

'হ্যাঁ, মুনাফিকরা যখন আমার ব্যাপারে মিথ্যাচার করল তখন তিনি আমার পক্ষ নিয়ে বলেছিলেন, "আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে শুধু ভালো-ই জানি।" মানে তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন।

কিন্তু এক মাস হয়ে গেল আমার ব্যাপারে তার কাছে কোনো ওহি এল না। তিনি আমাকে এমন কিছু বলতে লজ্জা পাচ্ছিলেন যেটা আমার অনুভূতিকে কষ্ট দেয়, অনেকে যেমন বলছিল।

পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করার সময় বলেছিলেন, "আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমার কাছে এই এই খবর এসেছে। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, আল্লাহ তোমাকে পবিত্র করে দেবেন। আর যদি গুনাহ করে থাকো, তা হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাঁর কাছে তাওবা করো। কারণ বান্দা যদি নিজের দোষ স্বীকার করে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন।" [২১]

Scanned by CamScanner

তার পর আমি যে নির্দোষ তা আল্লাহ প্রকাশ করে দিলেন।'

নাদা মনে মনে বলল, 'কাজের মেয়েটা যখন ছুটিতে থাকে, তখন শাদী ঘরের কাজে আমাকে একটুও সাহায্য করে না। ওদিকে নারীর অধিকার বঞ্চিত হওয়া নিয়ে নিয়মিত পোস্ট লেখে বেড়ায়।' সে জিজ্ঞাসা করল,

১৫ 'আচ্ছা, নবিজি তো মনে হয় ঘরের কাজে সাহায্য করতেন না, তিনি তো আল্লাহর রাসূল?'

'না। তিনি সাহায্য করতেন। যখন সালাতের সময় হতো, তখন বেরিয়ে যেতেন।'[২২]

নাদা অবাক হয়ে গেল। তার কল্পনায় ভেসে উঠল, নবিজি তার স্ত্রীকে ঘরের কাজে সাহায্য করছেন, মমতা দিয়ে বিনয়ের সাথে।

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী ইদানীং ধূমপান করা শুরু করেছে। তার এই দুর্গন্ধে আমার বেশ কষ্ট হয়। সামান্য সামান্য বিষয়ই এখন আমাকে রাগিয়ে তোলে। মানুষের জন্য যেভাবে সে সাজে, আমার জন্য কেন সাজে না?' সে জিজ্ঞাসা করল,

১৬ 'নবিজি কি আপনার জন্য সাজগোজ করতেন বা সুগন্ধি লাগাতেন যেমনটা মানুষের জন্য করতেন?'

'তিনি ঘরে প্রবেশ করে প্রথমেই মিসওয়াক করতেন। যাতে তার মুখ থেকে আমি সুগন্ধি পাই।' [২৩]

নাদা এই দৃশ্য কল্পনা করে চমকে উঠল। একজন পুরুষ ঘরে ঢুকে সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, যেভাবে আজকাল মানুষ কাজে যাওয়ার সময় বা কারও সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়!

নাদা মনে মনে বলল, 'আজকাল শাদীর অনুপস্থিতিই আমার কাছে ভালো লাগে।' সে জিজ্ঞাসা করল,

Scanned by CamScanner

১৭ 'বোঝা যাচ্ছে আপনার সাথে নবিজির খুব মহাব্বত ছিল। কখনো কি এমন হয়েছে যে আপনি তার থেকে দূরে থাকা সইতে পারছেন না?'

'কোনো এক রাতে তিনি আমাকে বললেন, "আয়িশা, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এই রাতটা রবের ইবাদাত করি।"

আমি তাঁকে বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনার নৈকট্য ভালোবাসি। আবার আপনাকে যা খুশি করে, তা-ও ভালোবাসি।'

তারপর উঠে পবিত্র হয়ে তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।' [২৪]

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী লোকজনের সামনে বেশ ভালো সাজে। কিন্তু ঘরে এলে তার সেই ভালো রূপটা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সে তখন অজুহাত দেয়, জীবনের ব্যস্ততা অনেক, সে বেশ চাপে আছে!' সে জিজ্ঞাসা করল,

১৮ 'নবিজি কি আপনার সাথে তেমন আচরণ করতেন, যেমন অন্য মানুষের সাথেও করতেন?'

'তার চাইতেও ভালো! তিনিই তো বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের লোকদের নিকট সর্বোত্তম। আর আমি আমার পরিবারের লোকদের নিকট সর্বোত্তম।"

তিনি উত্তম হওয়াকে মেপেছেন স্ত্রীর সাথে ব্যবহারের মাপকাঠিতে।

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদীর ব্যক্তিগত জীবনের অনেক খারাপ দিক আছে যেগুলো বলতেও লজ্জা লাগে। খুবই জঘন্য সেই দিকগুলো!'

১৯ 'প্রশ্নটা করার জন্য ক্ষমা করবেন। নবিজির জীবনে কি এমন কোনো অংশ ছিল যেটা আপনি চান না কেউ তা জানুক?'

'নাহ! বরং তাঁর সমগ্র জীবন ছিল খোলা পাতার মতো। আমি তাঁর সবকিছু মানুষের কাছে বিস্তারিতভবে উপস্থাপন করেছি; যাতে বৈবাহিক জীবনে পারস্পরিক আচরণ কেমন হবে তা সকলে শিখতে পারে।

Scanned by CamScanner

আমি তার জীবনের কীইবা গোপন করব যেখানে তার চরিত্রই ছিল কুরআন। কুরআনে যত উত্তম ব্যবহার ও শিষ্টাচারের কথা এসেছে তার সবই আমি দেখেছি মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাঝে।

তাঁর ভেতর-বাহির এক। তিনি মানুষের সাথে যেমন উদার, আমার সাথেও। আমি কখনো তাঁকে খুব অট্টহাসি দিতে দেখিনি। তিনি সবসময় মুচকি হাসতেন।'

নাদা মনে মনে বলল, 'আমার কাছে শাদীর অবয়ব-আকৃতিটা ভীতিকর ও অপছন্দনীয়, তাই যখন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে জৈবিক সম্পর্ক চলে, তখন মনে হয় যেন এক গর্হিত ও বাজে কাজ করছি।' সে জিজ্ঞাসা করল,

২০ **'এই প্রশ্নটা করায় ক্ষমা করবেন। আপনি বলেছেন মানুষকে বৈবাহিক জীবনের সব কিছু শেখাতে আপনি কোনো প্রকার সংকোচ করেন না। মানে... আপনি কি আপনাদের দুজনের বিশেষ জীবনে তাঁর প্রতি কোনো প্রকার বিরক্তি অনুভব করতেন?'**

'কোনোভাবেই না। ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর জৈবিক সম্পর্ক আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের একটি মাধ্যম। স্বামী-স্ত্রী এজন্য সাওয়াব পায়। এটা আমাকে আল্লাহর রাসূল শিখিয়েছেন।'

আয়িশা ﵂ বলে চললেন,

'তুমি কি জানো, যখন মুনাফিকরা মিথ্যা রটনা করেছিল আল্লাহ তাআলা তখন আমি এবং আমার মতো মুমিন নারীদের কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলে উল্লেখ করেছেন?

আল্লাহ আমাদের 'গাফিল' তথা উদাসীন বলেছেন। উদাসীনতার মানে বুঝতে পেরেছ? মানে আমরা এত পবিত্র, আমাদের মূল এতটা স্বচ্ছ যে মনের মাঝে কখনো অবৈধ সম্পর্কের মতো খারাপ চিন্তার উদয় পর্যন্ত হয় না।

বরং যে ঘরে আল্লাহর রাসূল এবং আমার বাবা আবূ বকরকে দাফন করা হয়েছিল, সেখানে আমি কাপড় খুলে রাখতাম আর বলতাম, 'এখানে তো আমার স্বামী আর বাবাই আছেন।' পরে যখন উমর ﵁-কে সেখানে দাফন করা হয় তখন থেকে তার প্রতি লজ্জায় আমি সেখানে ভালোভাবে কাপড় পরিধান করেই কেবল প্রবেশ করেছি।' [২৫]

Scanned by CamScanner

নাদা অনুভব করল সে এমন এক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তির সামনে আছে যিনি নিজ গৃহে খুবই উত্তমভাবে প্রতিপালিত হয়েছেন। ইসলামে 'জেন্ডার' বলতে কী বোঝায় সেটা তিনি খুব ভালোমতো রপ্ত করেছেন। তিনি এই আধুনিক বস্তুবাদী সমাজের বুঝ থেকে বহু দূরে।

আয়িশা ﵂ বলে চললেন,

'রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতেন, হালাল কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে সংকোচ করতেন না; তিনিই আবার নারীদের সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলতে লজ্জা অনুভব করতেন।

একবার এক মহিলা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল হায়েজ থেকে পবিত্র হলে সে কীভাবে গোসল করবে। তিনি তাকে শিখিয়ে দিলেন কীভাবে গোসল করতে হবে,

"মেশ্‌ক-মিশ্রিত একটা ন্যাকড়া নিয়ে সেটা দিয়ে পবিত্র হবে।"

মহিলা প্রশ্ন করল, 'কী করে পবিত্র হব?'

"পবিত্র হবে।"

'কীভাবে?'

"সুবহানাল্লাহ! পবিত্র হবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলতে লজ্জা পেলেন যে, রক্ত বের হওয়ার জায়গায় সেটা স্থাপন করবে। আমি তাকে নিজের দিকে টেনে এনে বললাম, 'যেখানে যেখানে রক্ত লেগে আছে, সেটা পরিষ্কার করে ফেলবে।' [২৬]

নাদা মনে মনে বলল, 'শাদী আমার নিকট তার দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না। নিজেকে বড়ো মনে করে। যদি কোনোভাবে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েও যায়, তা হলে উলটা আমার ওপরই ক্ষোভ ঝাড়ে!' সে জিজ্ঞাসা করল,

২১ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আপনার সামনে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করা এড়িয়ে যেতেন?'

'বরং তিনি মৃত্যুর আগে যখন অসুস্থ হন, তখন তাঁর স্ত্রীদের কাছে আমার বাড়িতে

Scanned by CamScanner

চিকিৎসা নেওয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে নেন।'

এতটুকু বলার পর আয়িশা ﵂-এর কণ্ঠ ধরে এল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নেন তিনি।

এরপর বলে চললেন,

'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বাড়িতে, আমার বুকের ওপর, আমার কোল আর গলার মাঝে থাকাবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। এর কিছুক্ষণ পূর্বে আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনু আবী বকর আমাদের ঘরে ঢুকেছিলেন। তার হাতে ছিল মিসওয়াক। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি সেটা ব্যবহার করতে চান। আমি মিসওয়াকটা নিয়ে চাবিয়ে তাঁর জন্য প্রস্তুত করে দিলাম। তাকে এবার সবচেয়ে উত্তমরূপে মিসওয়াক করতে দেখলাম। তারপর তিনি আমার দিকে মিসওয়াকটা এগিয়ে দিতে হাত তুললেন। পড়ে গেল তাঁর হাত। আমি তাঁর জন্য সেই দুআ করতে লাগলাম, যেটা তাঁর জন্য জিবরীল ﵇ করতেন। অসুস্থ হলে তিনিও যে দুআটি পাঠ করতেন। কিন্তু সেবার অসুস্থ হয়ে তিনি সেই দুআটি পাঠ করেননি। এরপর আসমানের দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে বললেন, "সুমহান বন্ধু!" ঠিক তখন তাঁর আত্মা বের হয়ে গেল। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি দুনিয়ার শেষ দিনে আমার লালার সাথে তাঁর লালা একত্র করেছিলেন।' [২৭]

❁ 'আপনি কি তাঁর পাশে দাফনের জন্য অসিয়ত করে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার চাওয়া ছিল সেটাই। কিন্তু উমর ﵁-কে আমার ওপর প্রাধান্য দিয়েছি। উমর ﵁-কে যখন আঘাত করা হলো, তখন সবাই আমার কাছে এল। আমি কাঁদছিলাম। আমাকে বলা হলো, 'উমর তার দুই সাথির সাথে দাফনের অনুমতি চাইছে।' অর্থাৎ আমার স্বামী আল্লাহর রাসূল এবং আমার বাবার সাথে। আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! আমি আমার জন্য চেয়েছিলাম সেটা। তবে অবশ্যই আজ আমি তাকে আমার ওপর প্রাধান্য দেবো।" [২৮]

নাদা মনে মনে বলল, 'আজকাল আমি শাদীর কোনো বিষয়কে গুরুত্ব দিই না। ইচ্ছা করেই প্রতিটা তার কাজে বিরোধিতা করি। কোনো কিছুতেই আর তার সাদৃশ্য অবলম্বন করতে চাই না।' সে জিজ্ঞাসা করল,

Scanned by CamScanner

'তিনি আমার সত্তায় জীবন্ত। তাঁর কথা, তাঁর শব্দচয়ন, তাঁর চালচলন, তাঁর নীরবতা, তাঁর চেহারা-ভঙ্গিমা সবকিছুর স্মৃতি এখনো আমার কাছে অম্লান। আমি তাঁর নিকট থেকে ইলম আর প্রজ্ঞা নিয়েছি। যখন তাঁর ইলম, তাঁর জীবনের বিবরণ মানুষের মাঝে প্রচার করি, তখন তাঁর পবিত্র নিশ্বাসগুলো যেন আমার মাঝে প্রবাহিত হয়।

তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমি সকল মুমিনের মা হয়েছি, যদিও আমি কাউকে গর্ভে ধারণ করিনি। কিয়ামাতের দিন পর্যন্ত কোটি কোটি মুসলিম আমাকে ভালোবেসে যাবে, আমার ওপর যেন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সেই দুআ করবে, আর আমার রেখে যাওয়া আলো গ্রহণ করে পথ চলবে।

এখন আমার সবচেয়ে বড়ো ইচ্ছা হলো প্রিয়তমের সাথে নতুন করে জান্নাতে সাক্ষাৎ করা। তিনি যা করতেন, আমি এখন তেমনটাই করি। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বদান্য মানুষ, আমিও তার পথে ও বাবার পথে চলি। একসময় নবিজির থেকে বেশি খরচ চাইতাম, আর আজ আমি এত ব্যয় করি যে নিজের খরচের জন্যও কিছু থাকে না।[২৯]

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়।"

তাই আমি এখন কোনো আমল শুরু করলে সেটা নিয়মিত করার চেষ্টা করি।' [৩০]

নাদা মনে মনে বলল, 'আমি একজন মানসিক চিকিৎসক। অথচ শাদীর সাথে আমার মানসিকতা মিলে না, আত্মিকভাবে আমি এখন ক্লান্ত!'

আয়িশা ﵂-কে উদ্দেশ্য করে নাদার এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হলো। প্রশ্নটা হাস্যকর মনে হলো তার কাছে। যেই মহান মানুষটাকে সে প্রশ্ন করছে, তার ব্যাপারে তার ভাগিনা উরওয়া ইবনুয যুবাইর ﵀ বলেছেন,

"আমি আয়িশা ﵂-এর সাহচর্য নিয়েছি। অবতীর্ণ আয়াত, ফরজ, সুন্নাহ, কবিতা, আরবদের যুদ্ধ, বংশ, বিচার, চিকিৎসা ইত্যাদি যত বিষয় আছে সব কিছুতে তার

Scanned by CamScanner

মতো এত জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'খালা, আপনি চিকিৎসাবিদ্যা কীভাবে রপ্ত করলেন?' তিনি বললেন, 'আমি অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য অনেকেই আমার কাছে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলত। কোনো লোক অসুস্থ হলে তার জন্যও অনেক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি প্রস্তাব করা হতো। শুনতাম লোকজন একে অন্যকে চিকিৎসার উপায় বাতলে দিচ্ছে। তখন আমি সেগুলো মুখস্থ করে নিতাম।" [৩১]

শেষ হয়ে গেল কথোপকথন। রাত বাজে একটা। নাদা হঠাৎ অনুভব করল, নিজের অজান্তেই সে টানা কয়েক ঘণ্টা সীরাতের পাতা উল্টে কাটিয়ে দিয়েছে।

বিস্মিত হয়ে ভাবনার জগতে ডুবে গেছে সে।।

> কী অসাধারণ নবিজি, যিনি একটা ছোট্ট ঘরকে এত সুন্দর ও চমৎকার বিবরণ আর ঘটনাবলিতে সাজিয়ে দিয়েছেন!

> কী মহান নবিজি, যিনি একটা মেয়েকে এমন শক্ত ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী মমতাময়ী ও ভারসাম্যপূর্ণ নারীতে পরিণত করেছেন!

বই বন্ধ করল নাদা। বেরিয়ে গেল রিডিংরুম থেকে। ঘরের বড়ো বড়ো কক্ষগুলো অতিক্রম করল সে। উষ্ণ চাদরটা দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখলেও শীত শীত অনুভব হলো তার। ঘরে কিছুদিন ধরে হিটারটা বন্ধ। জ্বালানী শেষ হয়ে গেছে সেই কবে, শাদী এখনো তা আনেনি। সে চাইছে নাদা-ই নিজের গাঁট থেকে খরচ করুক। আর নাদাও এড়িয়ে যাচ্ছে, কারণ সে টের পাচ্ছে যে, এটা শাদীর লোভ।

রান্নাঘর পেরিয়ে গেল নাদা। এক নজর তাকালো টেবিলের দিকে।

শাদীর খেয়ে রেখে যাওয়া উচ্ছিষ্ট পড়ে আছে। নাদার জন্য কিছুই রাখেনি।

বেডরুমে পৌঁছল নাদা। এখনো চুড়িটা টেবিলের ওপর। শাদী কখন সেটা ঠিক করাবে তার অপেক্ষায় পড়ে আছে।

মোবাইলটা হাতে নিয়ে শাদী নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে।

নাদা খাটে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

Scanned by CamScanner

তার মনে হচ্ছিল যদি শেষ না হতো সেই কথোপকথন! আয়িশা ﵂-এর মতো সেও যদি জীবনটা কাটাতে পারত!

এই হলো নাদার জীবনকথা। বর্তমান সময়ের বহু নারীর জীবনকাহিনির সাথে মিলে যায়। আমি একদল বোনের সামনে গল্পটা বলেছিলাম। তাদের মধ্যে একজন বলেছিল, 'আমি দীর্ঘ সময় ধরে ফ্যামিলি কাউন্সিলিংয়ের কাজ করছি। আমি বলতে পারি আপনি যে তেইশটা সমস্যার কথা বললেন, সেগুলোই মূলত বৈবাহিক জীবনের সকল সমস্যার সারকথা।'

অবাক করা বিষয় হলো বর্তমান বস্তুবাদী জাহিলিয়াত নারীর সুখ-শান্তি সব কেড়ে নিয়েছে। তার সম্মান ভূলুণ্ঠিত করেছে। তারাই আবার আয়িশা ﵂-এর সাথে নবিজির বিবাহের বিষয়ে 'সংশয়' সৃষ্টি করছে এই বলে যে, তার বয়স কম ছিল।

অপবিত্রতা কীভাবে পবিত্রতার ব্যাপারে কটু মন্তব্য করতে পারে, ব্যর্থতা কীভাবে সফলতার নিন্দা করতে পারে; তা দেখে মানুষ অবাক হতে বাধ্য!

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো আমরা সবচেয়ে সুন্দর ও সফল বৈবাহিক জীবনকে আজ 'সংশয়' মনে করি। প্রথমে একে সংশয়ের পাতায় রেখে তারপর এর পক্ষে লড়াই করি। আমাদের উচিত ছিল প্রথমে এ প্রশ্ন করা :

সমস্যাটা কোথায় যে এর জবাব দিতে হবে? তোমরা কোন অধিকারে বলছো যে আমরা তোমাদের মাপকাঠিকে গ্রহণ করে নেব?!

আশ্চর্যের বিষয় হলো, শত্রু তার সমরকৌশল দিয়ে সকল নিকৃষ্ট উপায়ে আমাদের পরাজিত করে চলেছে, আর আমরা তাকে সুযোগ করে দিচ্ছি যাতে আমাদেরকে তারা মানসিকভাবেও পরাভূত করে দেয়। আমাদের মন-মননকে যেন তারা দখল করে নেয়। তারপর সেটার আলোকে আমাদের দ্বীন, ইতিহাস, নবিজির সীরাতকে বিচার করছি!

আপনি যখন দ্বীনের কোনো বিষয়কে সংশয় হিসেবে চিহ্নিত করেন, তখনই আপনি যুদ্ধে অর্ধেক হেরে গেলেন। তারপর যখন শত্রুর বেঁধে দেওয়া মাপকাঠিতে লড়তে চেষ্টা করেন, তখন বাকি অর্ধেক হেরে যান!

Scanned by CamScanner

তাকে নবি ﷺ ছোটো বয়সে বিয়ে করেন। তার মাঝে যে উপাদানগুলো ছিল, সেগুলো তিনি প্রস্ফুটিত করেছেন। ফলে সুন্দরতম নারীর রূপ প্রকাশ পেয়েছে। যে নারী সবচেয়ে বেশি ভারসাম্যপূর্ণ, প্রশান্ত, শক্তিশালী ও দৃঢ়।

যে নারীর ঈমান, সন্তুষ্টি ও হিদায়াতের মানসিকতা সবচেয়ে বেশি।

কম বয়সে তাকে ইলম ও উত্তম মানসিকতায় পূর্ণ করে দিয়েছেন তিনি। তারপর তার বয়স বাড়ার সাথে তিনি হয়েছেন এক আলোকবর্তিকা, যেটা বিচার দিবস পর্যন্ত বিশ্ববাসীকে আলো দেখিয়ে যাবে।

আমাদের এ গল্পের উদ্দেশ্য কম বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিতে উদ্‌বুদ্ধ করা নয়। নবিজির সাথে আয়িশা رضي الله عنها-এর বিয়ের বিষয়ে আলোচনা এনে প্রতিপক্ষের উত্থাপিত সকল বিষয়ের রদ করাও নয়।

আমরা কেবল চেয়েছি নবিজির ঘরে আয়িশা رضي الله عنها কেমন আচরণ পেয়েছেন সেটা তুলে ধরতে এবং তার ওপর আলোকপাত করতে।

আমরা দেখাতে চেয়েছি বর্তমান জাহিলিয়াতের হুংকার। যেটা কেড়ে নিয়েছে নারীর সফেদ মানসিকতা। তার পর মুহাম্মাদ ﷺ ও আয়িশা رضي الله عنها-এর বৈবাহিক জীবনে থাকা সর্বোত্তম নিদর্শনের ব্যাপারেও আপত্তি করার দুঃসাহস দেখিয়েছে।

আয়িশা رضي الله عنها-এর সাথে নবিজির বিবাহ একটি গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমরা এটা দিয়ে পথহারা জাতিগুলোর ওপর গর্ব করি। আমরা এর মাধ্যমে অজ্ঞ মানুষদের শেখাই, তাদেরকে সুপথ দেখাই। এই বিবাহের নমুনা দিয়ে মুসলিম পরিবার ও সমাজে আধুনিক জাহিলিয়াতের প্রভাব দূর করি।

আল্লাহর কাছে চাই, তিনি যেন আমাদের পারিবারিক জীবনটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আয়িশা رضي الله عنها-এর জীবনের মতো করে দেন, আমীন।

Scanned by CamScanner

কথোপকথনে উল্লেখিত হাদীসগুলোর রেফারেন্সসহ মূলপাঠ

কথোপকথনে আমরা যেসব হাদীসের ওপর নির্ভর করেছি সেগুলো সহীহ ও হাসান। সেগুলো নিম্নে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করছি।

[১]

স্ত্রীর প্রতি নিখাদ ভালোবাসা

আয়িশা ﵂ বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ

'নবি ﷺ সাওমরত অবস্থায়ও চুম্বন করতেন, আদর করতেন। আর তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা সংরক্ষণে সবচেয়ে সক্ষম।'[২]

[২]

নবি ﷺ-এর প্রিয় মানুষ

আম্‌র ইবনুল আস ﵁ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে যাতুস সালাসিল যুদ্ধে সেনাপতি করে পাঠালেন...। আমি ফিরে এসে তাঁকে বললাম,

أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ 'আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে?'

তিনি বললেন, "আয়িশা।"

---

[২] বুখারি, ১৯২৮; মুসলিম, ১১০৬। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, 'রমাদানে'।

Scanned by CamScanner

আমি বললাম, مِنَ الرِّجَالِ 'পুরুষদের মধ্যে?'

তিনি বললেন, أَبُوْهَا "তার বাবা।"[৩]

[৩]

অসুস্থ ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া, তার জন্য দুআ করা

আয়িশা ﵂ বলেন, 'নবি ﷺ তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে দুআ পড়ে ডান হাত দিয়ে মুছে দিতেন এবং বলতেন,

اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اِشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَّا يُغَادِرُ سَقَمًا

"হে আল্লাহ, মানুষের প্রভু, আপনি কষ্ট দূর করে দিন। তাকে সুস্থ করে দিন, এমন সুস্থতা যা কোনো প্রকার রোগ আর অবশিষ্ট না রাখে। আপনিই সুস্থতা দানকারী। আপনার দেওয়া সুস্থতা ছাড়া কোনো সুস্থতা নেই।"'[৪]

[৪]

স্ত্রীর মন ভালো করার অনবদ্য কৌশল

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ فِيْهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيْ كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ

"হায়েজগ্রস্ত অবস্থায় আমি হাড় থেকে গোশত খেয়ে নবি ﷺ-এর নিকট দিতাম। তিনি তাঁর মুখ হাড়ের ঠিক ওই স্থানে লাগাতেন, যেখানে আমি লাগিয়েছি। আবার পানীয় দ্রব্য পান করে তাঁকে দিতাম। তিনি তখনো তাঁর মুখ ওই স্থানে লাগাতেন যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি পান করেছি।"[৫]

---

[৩] বুখারি, ৩৬৬২; মুসলিম, ২৩৮৪।

[৪] বুখারি, ৫৭৪৩, ৫৭৫০।

[৫] ইবনু হিব্বান, ১৩৬০; আবূ দাউদ, ২৫৯, সহীহ।

Scanned by CamScanner

[৫]

সমস্যাকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে নেওয়া

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ্জের জন্য বের হলাম। 'সারিফ'-এ আসার পর আমার মাসিক অপবিত্রতা শুরু হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কাছে এলে আমি কাঁদতে লাগলাম। তিনি বললেন, "কীসে তোমাকে কাঁদাচ্ছে?" আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, এ বছর হজ্জ না করাই আমি পছন্দ করি!' তিনি বললেন, "তুমি ঋতুবতী হয়েছ?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন,

فَإِنَّ ذٰلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلٰى بَنَاتِ آدَمَ، فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَّا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرِيْ

"আসলে এটা এমন জিনিস যেটা আল্লাহ তাআলা আদমের কন্যা সন্তানদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তুমি পবিত্র হওয়ার আগ পর্যন্ত বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ছাড়া অন্যান্য হজ্জ পালনকারীদের ন্যায় বাকি সব কাজ করে নাও।"[৬]

[৬]

স্ত্রীর জন্য আনন্দ লাভের সুযোগ করে দেওয়া

আয়িশা ﵂ বলেন, 'হাবশিরা মাসজিদে ঢুকে খেলছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলল, "ওহে হুমায়রা, তুমি কি তাদের খেলা দেখতে চাও?" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' ফলে তিনি দরজার নিকট দাঁড়ালেন। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর কাঁধের ওপর আমার চিবুক রাখলাম এবং তাঁর গালে মিশিয়ে দিলাম আমার গাল। তারা সেদিন বলছিল, 'আবুল কাসিম উত্তম মানুষ।' কিছুক্ষণ পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যথেষ্ট হয়েছে?" আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, তাড়াহুড়ো করবেন না।' ফলে তিনি ওভাবেই আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পরে বললেন, "এবার কি যথেষ্ট হয়েছে?" আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, এতো তাড়াহুড়ো করবেন না।' আয়িশা ﵂ বলেন, 'তাদেরকে

---

[৬] বুখারি, ৩০৫; মুসলিম, ১২১১।

Scanned by CamScanner

দেখার আগ্রহ আমার খুব একটা ছিল না। আমি এমনটি করেছি—তাঁর কাছে আমার অবস্থান কিংবা আমার কাছে তাঁর অবস্থান কেমন ছিল তা অন্যান্য নারীদের জানানোর ইচ্ছায়।'[৭]

[৭]

কষ্ট হলেও কাছের মানুষদের আবদার রক্ষা করা

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি দেখেছি নবি ﷺ আমার কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। আর হাবশিরা মাসজিদে বর্শা নিয়ে খেলছে। তখন আল্লাহর রাসূল আমাকে তাঁর একটা চাদরে ঢেকে নেন যাতে আমি তাঁর কান আর কাঁধের মাঝ দিয়ে তাদের খেলা দেখতে পারি। আমি নিজেই যতক্ষণ-না সেখান থেকে সরে গিয়েছিলাম তিনি আমার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং তোমরা অনুমান করে নাও, খেলাধুলায় আগ্রহী অল্পবয়সী একজন মেয়ে কী পরিমাণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?'[৮]

[৮]

ছোটোখাটো বিষয়ে ছাড় দেওয়া

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে পুতুল নিয়ে খেলতাম। আর আমার কতিপয় সাথিও ছিল যারা আমার সাথে খেলত। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে ঢুকলে তারা দৌড়ে পালাত। কিন্তু তিনি তাদেরকে আবার আমার কাছে আমার সাথে খেলতে পাঠিয়ে দিতেন।'[৯]

[৯]

আন্তরিকতার সাথে মূল্যায়ন করা

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক অথবা খাইবার যুদ্ধ থেকে ফিরে এলেন। ঘরের তাকে পর্দা ঝুলছিল। হঠাৎ বায়ু প্রবাহ শুরু হলে পর্দা এক পাশে সরে যায় এবং (আমার) খেলার পুতুলগুলো দৃষ্টিগোচর হয়। তখন আল্লাহর

---

[৭] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৮৯৫১; ত্বহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, ২৯২, সহীহ।

[৮] বুখারি, ৫২৩৬; মুসলিম, ৮৯২।

[৯] বুখারি, ৬১৩০; মুসলিম, ২৪৪০।

Scanned by CamScanner

রাসূল বললেন, "আয়িশা, এগুলো কী?"

আমি জবাবে বললাম, 'আমার মেয়ে।'

পুতুলগুলোর মাঝে কাপড়ের তৈরি দুই ডানাবিশিষ্ট একটা ঘোড়া দেখে বললেন, "এগুলোর মাঝে ওটা কী দেখতে পাচ্ছি?"

'ওটা একটা ঘোড়া।'

"এ আবার কেমন ঘোড়া, যার দুটি ডানাও রয়েছে!"

'আপনি শোনেননি! সুলাইমান ﷺ-এর ঘোড়ারও কয়েকটা ডানা ছিল?'

আয়িশা ﷺ বলেন, 'এ কথা শুনে তিনি হেসে দিলেন। এমনকি আমি তার মাড়ির দাঁত পর্যন্ত দেখতে পেলাম।'[১০]

[১০]

শুধু নিজের স্বার্থের পিছে না ছোটা

আনাস ইবনু মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এক পার্সিয়ান প্রতিবেশী খুব ভালো ঝোল রান্না করতেন। একবার আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর জন্য খাবার রান্না করে তাঁকে দাওয়াত দিতে এলেন। তিনি আয়িশাকে দেখিয়ে বললেন, "আর তাকে?" লোকটা বলল, 'না।' তিনি বললেন, "না (তা হলে আমিও যাব না)।" লোকটা আবারও দাওয়াত দিলো। আল্লাহর রাসূল বললেন, "আর তাকে?" সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, "না।" লোকটা পুনরায় দাওয়াত দিলে আল্লাহর রাসূল বললেন, "আর তাকে?" তৃতীয়বারে সে বলল, "হ্যাঁ।" তখন তাঁরা দুজন উঠে দ্রুতই তার বাড়িতে গেলেন।'[১১]

---

[১০] আবূ দাউদ, ৪৯৩২; বাইহাকি, ২১৫১০, সহীহ।

[১১] মুসলিম, ২০৩৭; ইবনু হিব্বান, ৫৩০১।

Scanned by CamScanner

[১১]

স্ত্রীর প্রতি হৃদয়ের টান

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِيْ حَجْرِيْ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

'আমার মাসিক অপবিত্রতা চলাকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন।'[১২]

[১২]

স্বামী-স্ত্রীর প্রেমময় আচরণ

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমি এবং আল্লাহর রাসূল ﷺ এক পাত্র থেকে গোসল করতাম। আমি তার আগে আগে নিতাম, তিনিও আমার আগে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, "আমার জন্য রাখো।" আমিও বলতাম, 'আমার জন্য রাখেন।'[১৩]

এটি মূলত *'সহীহ বুখারি'* ও *'সহীহ মুসলিম'*-এর হাদীস। আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আর আমি একটি পাত্র থেকে গোসল করতাম। তিনি আমার আগে আগেই পানি নিতেন ফলে আমি বলতাম 'আমার জন্য রাখেন, আমার জন্য রাখেন।'

তিনি বলেন, 'তখন আমরা দুজনই অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম।'[১৪]

[১৩]

স্বামী-স্ত্রীর আনন্দঘন প্রতিযোগিতা

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তিনি এক সফরে ছিলেন। তখনো তিনি কমবয়সী। আল্লাহর রাসূল তার সাহাবিদের বললেন, "তোমরা আগে

---

[১২] বুখারি, ২৯৭; মুসলিম, ৩০১।

[১৩] নাসাঈ, ৪১২; আবূ দাউদ, ২৩৮, সহীহ।

[১৪] বুখারি, ২৬৩; মুসলিম, ৩২১।

Scanned by CamScanner

চলে যাও।" তারা চলে গেল। এরপর তিনি বললেন, "এসো, আমরা প্রতিযোগিতা করি।" আমি তার সাথে প্রতিযোগিতা করে দৌড়ে তাঁকে ছাড়িয়ে গেলাম।

এর অনেক পরে আমরা আবার কোনো এক সফরে বের হলাম। এবারও তিনি সাহাবিদের বললেন, "তোমরা আগে চলে যাও।" তারপর আমাকে বললেন, "চলো, আমরা প্রতিযোগিতা করি।" আমি আগের ঘটনা ভুলে গিয়েছিলাম। আর আমার শরীরও বেড়ে গিয়েছিল। আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, এ অবস্থায় কীভাবে আমি আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করব!' তিনি বললেন, "তুমি অবশ্যই পারবে।" এবার তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় তিনি আমাকে ছাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন,

هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ

"এই বিজয় সেই বিজয়ের বদলা।"[১৫]

[১৪]

ভালোবাসার কথা মুখে প্রকাশ করা

বুখারি ﵀ বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে গৃহীত। এর শেষাংশে আল্লাহর রাসূল ﷺ আয়িশা ﵂-কে বলেন,

كُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

"আবূ যারআ তার স্ত্রী উম্মু যারআর প্রতি যেমন, আমিও তোমার প্রতি তেমন।"[১৬]

[১৫]

অজানাকে জানার তীব্র আগ্রহ থাকাই কাম্য

আয়িশা ﵂ কোনো অজানা-অপরিচিত কিছু শুনলে সেটা আবার জিজ্ঞাসা করে নিতেন যাতে জানতে পারেন। নবি ﷺ একবার বললেন, "যার হিসাব নেওয়া হবে,

[১৫] আবূ দাউদ, ২৫৭৮; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল, ৫/৩২৭, সনদ সহীহ। বর্ণনাকারীগণ সহীহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনাকারী।

[১৬] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৫১৮৯; মুসলিম, ২৪৪৮।

Scanned by CamScanner

সে আযাবে গ্রেফতার হবে।”

আয়িশা ﵂ বলেন, ‘আমি বললাম, আল্লাহ কি বলেননি,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا

“তার সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে।” (সূরা ইনশিকাক, ৮৪ : ৮)

জবাবে তিনি বললেন,

إِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ، وَلَكِنْ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكْ

“এটা তো উপস্থাপন মাত্র। তবে যার হিসাব-নিকাশ করা হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।”[১৭]

[১৬]

স্ত্রীর প্রতি গভীর মনোযোগী থাকা

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমাকে আল্লাহর রাসূল ﷺ (একদিন) বললেন,

إِنِّيْ لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً، وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَضْبٰى

“তুমি কখন আমার ওপর খুশি থাকো আর কখন বেজার থাকো সেটা আমি বুঝি।”

আয়িশা বলেন, আমি বললাম, ‘কীভাবে সেটা বোঝেন?’

তিনি বললেন,

أَمَّا إِذَا كُنْتِ عَنِّيْ رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُوْلِيْنَ لَا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، وَإِذَا كُنْتِ غَضْبٰى قُلْتِ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيْمَ

---

[১৭] বুখারি, ১০৩; মুসলিম, ২৮৭৬।

Scanned by CamScanner

"তুমি যখন আমার ওপর খুশি থাকো, তখন বলো, 'না, মুহাম্মাদের রবের শপথ' আর যখন বেজার থাকো, তখন বলো, 'না, ইবরাহীমের রবের শপথ!'।"

আয়িশা বলেন, আমি বললাম,

أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ

'হ্যাঁ, আল্লাহর রাসূল, কিন্তু আমি তখন শুধু আপনার নামটাই ত্যাগ করি।'[১৮]

[১৭]

সন্দেহ দূর করে দেওয়া

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ-এর কোনো এক রাত আমার ভাগে ছিল। তিনি এসে চাদর রেখে জুতা খুলে সেগুলো পায়ের কাছে রাখলেন। ইযার বা লুঙ্গির প্রান্ত বিছানায় বিছিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর যখন তিনি মনে করলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন ধীরে অগ্রসর হয়ে চাদরটা পরলেন। আস্তে জুতাটা পায়ে দিলেন। নিঃশব্দে দরজাটা খুলে বের হয়ে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। আমি মাথায় বোরকাটা চাপালাম। খিমার এবং জামাটা ভালোভাবে পরলাম। এরপর তাঁর পিছু নিলাম। তিনি বাকী'তে (কবরস্থান) এসে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইলেন। তিনবার হাত তুলে দুআ করলেন। তারপর ঘরের দিকে ফিরে রওনা হলেন। আমিও রওনা দিলাম। তিনি দ্রুত হাঁটতে লাগলেন ফলে আমিও দ্রুত হাঁটলাম। একসময় তিনি দৌড়াতে আরম্ভ করলে আমিও দৌড় দিলাম। তাঁর আগেই আমি ঘরে ঢুকলাম। আর ঢোকামাত্র শুয়ে পড়লাম। একটু পরে তিনিও ঘরে ঢুকলেন এবং বললেন, "আয়িশু, কী হলো তোমার? হাঁপাচ্ছ যে?" আয়িশা বলেন, আমি বললাম, 'তেমন কিছু না।' তিনি বললেন, "হয় তুমি আমাকে জানাবে, নতুবা সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত আল্লাহ তাআলাই আমাকে জানিয়ে দেবেন।" আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক।' তারপর সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, "তুমিই তা হলে আমার সামনে দেখা সেই কালো ছায়াটা।" আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' এবার তিনি আমার বুকে একটু আঘাত করলেন, আমি ব্যথা পেলাম। তারপর আমাকে বললেন, "তুমি কি ধারণা করেছ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমার

[১৮] বুখারি, ৫২২৮; মুসলিম, ২৪৩৯।

Scanned by CamScanner

ওপর অবিচার করবেন?" (অর্থাৎ তুমি কি এই ধারণা করেছ যে, তোমার বারের রাত্রে আমি আমার অন্য স্ত্রীর নিকট যাওয়ার মাধ্যমে তোমার ওপর অবিচার করব?) আয়িশা ﵂ বললেন, 'মানুষ যা-ই গোপন রাখে, আল্লাহ তা জানেন।' তিনি বললেন, "তুমি যখন আমাকে দেখেছ, তখন জিবরীল আমার কাছে এসেছিলেন। আমাকে ডেকেছিলেন। অবশ্য সেটা তোমার থেকে গোপন ছিল। আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। তোমার থেকে সেটা গোপন রেখেছি। তা ছাড়া তুমি কাপড় রেখে দিয়েছ—এ সময় তিনি ঘরেও ঢুকবেন না। আমি ভেবেছিলাম তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ। তাই তোমাকে জাগিয়ে তোলা সমীচীন মনে করিনি। আমার ভয় হচ্ছিলে, তুমি ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে। জিবরীল ﵇ এসে বললেন, 'আপনার রব আপনাকে বাকী'র অধিবাসীদের কাছে গিয়ে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার আদেশ করেছেন।'

আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রাসূল, আমি তাদের জন্য কীভাবে দুআ করব?' তিনি বললেন, "তুমি বলবে,

اَلسَّلَامُ عَلٰى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ

"এই কবরস্থানের অধিবাসী ঈমানদার মুসলিমদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমাদের মধ্যে যারা আগে বিদায় গ্রহণ করেছে আর যারা পরে বিদায় গ্রহণ করেছে সবার প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।"[১৯]

[১৮]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করা

আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবি ﷺ তার কোনো এক স্ত্রীর কাছে ছিলেন। এ সময় উম্মুল মুমিনীনের একজন একটা থালায় করে খাবার পাঠালেন। নবি ﷺ যার বাড়িতে ছিলেন, তিনি সেই খাদেমের হাতে আঘাত করলে থালাটা পড়ে ভেঙে গেল। নবি ﷺ ভাঙা টুকরোগুলো নিয়ে সেখানে লেগে থাকা খাবারগুলো একত্র করলেন এবং বললেন, "তোমাদের মা ঈর্ষা করেছে।" তারপর সেই খাদেমকে

[১৯] মুসলিম, ৯৭৪।

Scanned by CamScanner

বসিয়ে রাখলেন যতক্ষণ-না যার বাড়িতে আছেন, তার থেকে একটা নতুন থালা এনে তাকে দেওয়া হলো। সেই নতুন থালাটা তাকে দিলেন যার থালা ভেঙে গেছে। আর যার বাড়িতে ভেঙে গেল, তার বাড়িতে ভাঙা থালাটা রেখে দিলেন।'[২০]

[১৯]

কর্কশ-কঠিন স্বভাবের না হওয়া

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

'আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁর হাত দিয়ে কাউকে মারেননি। কোনো নারীকেও না, কোনো খাদেমকেও না। তবে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ক্ষেত্রে ব্যতীত।'[২১]

[২০]

পরিমিত রসিকতায় অংশগ্রহণ করা

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিন বলেন, 'আমি নবি ﷺ-এর কাছে তার জন্য খাযীরাহ (এক প্রকার খাদ্য) রান্না করে নিয়ে এলাম। সাওদাকে বললাম, 'আপনি খান।' তখন আমাদের মাঝে নবি ﷺ ছিলেন। তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, 'আপনি অবশ্যই খাবেন নতুবা আপনার মুখে মাখিয়ে দেবো।' তারপরও তিনি নাকচ করে দিলেন। এবার আমি আমার হাতটা খাযীরাহ'তে ডুবিয়ে সেটা তার মুখে মাখিয়ে দিলাম। নবি ﷺ হেসে দিলেন। তারপর তার হাত ওখানে ডুবিয়ে বললেন, "তুমিও তার মুখে মাখিয়ে দাও।" এরপর (তিনি মেখে দিলে) নবি ﷺ আবার হাসলেন। সেখান দিয়ে উমর অতিক্রম করছিল। তিনি ডেকে বললেন, "ওহে আল্লাহর বান্দা, ওহে আল্লাহর বান্দা," তিনি ধারণা করলেন যে উমর ঢুকবেন তাই আমাদের বললেন, "তোমরা দুজন উঠে মুখ ধুয়ে ফেলো।" আয়িশা ﵂ বলেন,

[২০] বুখারি, ৫২২৫। অধিকাংশ হাদীস ব্যাখ্যাকারের মতে, সেই থালাটি ভেঙেছিলেন আয়িশা ﵂। বুখারি ছাড়া অন্যরা একটা বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যেটা কিছু আলিমের মতে সহীহ—সে বর্ণনায় আয়িশা ﵂-এর নাম স্পষ্টরূপে উল্লেখ আছে।

[২১] বুখারি, ৩৫৬০; মুসলিম, ২৩২৮।

Scanned by CamScanner

'রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভয় করা দেখে সেদিনের পর থেকে আমি উমরকে ভয় করি।'[২২]

[২১]

শোনা কথার ওপর ভিত্তি করে কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়া

মিথ্যা অপবাদের ঘটনার ব্যাপারে আয়িশা ﵂ বলেন, নবি ﷺ মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেন,

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَّعْذِرُنِيْ مِنْ رَّجُلٍ قَدْ بَلَغَنِيْ عَنْهُ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِيْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا وَّلَقَدْ ذَكَرُوْا رَجُلًا مَّا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا وَّمَا يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِيْ

"হে মুসলিমগণ, আমার পরিবারকে কেন্দ্র করে যে ব্যক্তি আমাকে জ্বালাতন করছে, তার মোকাবেলায় কে প্রতিকার করবে? আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরিবারের ব্যাপারে কেবল ভালোই জানি। আর তারা এমন একজন ব্যক্তিকে জড়িয়ে কথা তুলেছে, যার সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না। আর সে তো আমার সাথে ছাড়া আমার ঘরে কখনো প্রবেশ করেনি।"...

আয়িশা ﵂ বলেন, 'আমাদের এ অবস্থা চলছিল। এ সময় আল্লাহর রাসূল ﷺ ঘরে ঢুকে সালাম দিয়ে বসলেন। ইতঃপূর্বে যা রটানো হয়েছিল, তার পর থেকে তিনি আমার কাছে আর বসেননি। এক মাস আমার ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনো ওহিও আসেনি। আল্লাহর রাসূল ﷺ যখন আসলেন তখন তাশাহ্হুদ পড়লেন। তারপর বললেন,

أَمَّا بَعْدُ يَا عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِيْ عَنْكِ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيْئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوْبِيْ إِلَيْهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ

"অতঃপর, আয়িশা, আমার কাছে তোমার ব্যাপারে এই-এই কথা এসেছে। তুমি যদি পবিত্র হও, তা হলে আল্লাহ তোমাকে পবিত্র করবেন। আর যদি গুনাহ করে থাকো, তা হলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও, তাওবা করো। কারণ বান্দা যদি গুনাহ স্বীকার করে তাওবা করে; আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।..."[২৩]

---

[২২] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪/৩১৮; আবূ ইয়ালা, আল-মুসনাদ, ৪৪৭৬, সহীহ।

[২৩] আরও বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৪১৪১; মুসলিম, ২৭৭০।

Scanned by CamScanner

[২২]

ঘরোয়া কাজে অংশগ্রহণ করা

আসওয়াদ ﵀ বলেন, 'আমি আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবি ﷺ তার ঘরে থাকাকালীন কী কাজ করতেন?' জবাবে তিনি বললেন,

كَانَ يَكُوْنُ فِيْ مِهْنَةِ أَهْلِهِ ـ تَعْنِيْ خِدْمَةَ أَهْلِهِ ـ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ

"ঘরের লোকদের কাজে সহযোগিতা করতেন, আর সালাতের সময় হলে সালাত আদায়ের জন্য বেরিয়ে যেতেন।"[২৪]

[২৩]

ঘরে ফিরেই মিসওয়াক করা

শুরাইহ্ ইবনু হানি ﵀ বলেন, 'আয়িশা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করলাম,

بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

'আল্লাহর রাসূল ঘরে প্রবেশ করে প্রথমেই কী করতেন?'

তিনি বললেন, بِالسِّوَاكِ 'মিসওয়াক করতেন।'[২৫]

[২৪]

রবের ইবাদাতে হোক রাত্রিযাপন

আয়িশা ﵂ বলেন, 'কোনো এক রাতে নবি ﷺ বললেন,

يَا عَائِشَةُ ذَرِيْنِيْ أَتَعَبَّدُ اللَّيْلَةَ لِرَبِّيْ

"আয়িশা, আমাকে ছেড়ে দাও, আজ রাতটুকু আমি আমার রবের ইবাদাতে অতিবাহিত করি।"

---

[২৪] বুখারি, ৬৭৬।

[২৫] মুসলিম, ২৫৩।

Scanned by CamScanner

আমি বললাম,

وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّ قُرْبَكَ وَأُحِبُّ مَا سَرَّكَ

'আল্লাহর শপথ! আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি। আবার আপনাকে যা আনন্দিত করে, তাও পছন্দ করি।'

এ কথা শুনে তিনি উঠলেন এবং পবিত্রতা অর্জন করে সালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন।..'[২৬]

[২৫]

গাইরে মাহরাম থেকে মনে-প্রাণে বেঁচে থাকা

আয়িশা ﵂ বলেন, 'যে ঘরে আল্লাহর রাসূল এবং আমার বাবাকে দাফন করা হয়েছে, আমি আমার সে ঘরটিতে প্রবেশ করতাম এবং কাপড় রেখে দিতাম। আর বলতাম 'এখানে তো শুধু আমার স্বামী আর বাবাই আছেন।' পরে যখন উমর ﵁-কে তদের সাথে দাফন করা হলো তখন থেকে কেবল পোশাক শক্ত করে বেঁধে তারপরেই সেখানে ঢুকেছি। উমর ﵁-এর লজ্জায়।'[২৭]

[২৬]

লজ্জায় মুখ ঢেকে নেওয়া

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক মহিলা নবি ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'অপবিত্র নারী তার হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য কীভাবে গোসল করবে?' তিনি তাকে গোসল শিখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, মেশ্‌ক মিশ্রিত একটা কাপড়ের টুকরো নিয়ে সেটা দিয়ে পবিত্র হতে। সেই মহিলা জানতে চাইল, 'কীভাবে পবিত্র হব?' তিনি বললেন, "সুবহানাল্লাহ! পবিত্র হবে।" তারপর তিনি (লজ্জায়) মুখ ঢেকে নিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, 'সুফ্‌ইয়ান ইবনু উয়াইনা নিজ চেহারার ওপর হাত দিয়ে আমাদের ইশারা করে দেখালেন।' আয়িশা ﵂ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ কী বুঝাতে চাইছেন তা বুঝতে পেরে আমি মহিলাটিকে আমার কাছে টেনে নিলাম। তারপর তাকে বললাম, 'তুমি তা রক্তের স্থানে বুলিয়ে নেবে।'[২৮]

---

[২৬] ইবনু হিব্বান, ৬২০, সহীহ।

[২৭] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২৫৬৬০; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/২৯, সহীহ।

[২৮] বুখারি, ৩১৪, ৩১৫, ৭৩৫৭; মুসলিম, ৩৩২।

Scanned by CamScanner

[২৭]

নবি ﷺ-এর জীবনের শেষ দিন

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল ﷺ আমার দিনে, আমার কোল ও গলার মাঝে থাকাবস্থায় ইন্তিকাল করেন। আবদুর রহমান ইবনু আবী বকর তাঁর কাছে সে সময় ঢুকেছিল। তার সাথে ছিল ভেজা মিসওয়াক। তিনি সেটার দিকে তাকালেন। আমার মনে হলো, তাঁর এটার প্রয়োজন। আমি সেটা নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে খুব ভালোভাবে নরম করে দিলাম। তিনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে মিসওয়াক করলেন। তারপর তিনি উঠতে গিয়ে পড়ে যান। আমি তাঁর শরীরে হাত রেখে তিনি অসুস্থ হলে জিবরীল ﵇ এবং তিনি নিজে যে দুআ পড়তেন, আমি সেই দুআ পড়তে লাগলাম।

তিনি বলতে লাগলেন,

بَلِ الرَّفِيْقَ الْأَعْلٰى مِنَ الْجَنَّةِ

"বরং জান্নাতের সুমহান বন্ধু!"

তিনবার এ কথা বলার পর তাঁর আত্মা বের হয়ে গেল।'

আয়িশা ﵂ বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি নবিজির দুনিয়া-জীবনের শেষ দিনে তাঁর লালার সাথে আমার লালাকে একত্র করেছেন।'[২৯]

[২৮]

রাসূলের প্রতি মহাব্বতের দৃষ্টান্ত

উমর ﵁ নিহত হওয়ার ঘটনাসংক্রান্ত হাদীসে আছে, 'উমর ﵁ তার ছেলে আবদুল্লাহ ﵁-কে বলেন, 'তুমি উম্মুল মুমিনীন আয়িশার কাছে গিয়ে বলো, উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আমীরুল মুমিনীন বলবে না। কারণ আমি মুমিনদের আমীর না। তাকে বলবে, উমর ইবনুল খাত্তাব তার দুই সাথির সাথে দাফনের অনুমতি চাইছে।' আবদুল্লাহ ﵁ সালাম দিয়ে অনুমতি চাওয়ার পর

---

[২৯] ইবনু হিব্বান, ৬৬১৭; বুখারি, ৪৪৪৯।

Scanned by CamScanner

দেখলেন আয়িশা কাঁদছেন। তিনি আবার বললেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব তার দুই সাথির সাথে দাফনের অনুমতি চাইছেন।' আয়িশা ﵂ বললেন,

وَاللهِ كُنْتُ أَرَدْتُهُ لِنَفْسِيْ وَلَأُوْثِرَنَّهُ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِيْ

'আল্লাহর শপথ! আমি নিজের জন্যই এটা চেয়েছিলাম। তবে আজকে আমি সেটা আমার নিজের ওপর প্রাধান্য দেবো।'[৩০]

[২৯]

দানশীলতায় অগ্রগামী হওয়া

আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর ﵁ বলেন, 'আমি আয়িশা আর আসমা ﵂-এর চেয়ে অধিক দানশীল কোনো নারী দেখিনি। তবে তাদের উভয়ের দানের ধারা ছিল আলাদা। আয়িশা ﵂ একটার পর একটা জিনিস জমাতে থাকতেন। পর্যাপ্ত পরিমাণ জমা হয়ে গেলে তার সবটাই দান করে দিতেন। আর আসমা ﵂ আগামীকালের জন্য কোনো কিছু তুলে রাখতেন না।'[৩১]

[৩০]

নিয়মিত আমল অধিক পছন্দনীয়

আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় আমল হলো, যা নিয়মিতভাবে আদায় করা হয়, যদিও তা পরিমাণে অল্প হয়।"

আয়িশা ﵂ কোনো আমল করলে নিয়মিত করতেন।[৩২]

---

[৩০] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ৩৭০০, ইবনু হিব্বান, ৬৯১৭।

[৩১] বুখারি, আল-আদাবুল মুফরাদ, ২১৪, সহীহ।

[৩২] বুখারি, ৬৪৬৫; মুসলিম, ৭৮৩।

Scanned by CamScanner

[৩১]

আশপাশের লোকজন থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা

উরওয়া ইবনুয যুবাইর ﵀ (আয়িশা ﵂-এর ভাগ্নে) বলেন, "আমি আয়িশা ﵂-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছি। অবতীর্ণ আয়াত, ফরজ, সুন্নাহ, কবিতা, আরবদের যুদ্ধ, বংশ, বিচার, চিকিৎসা ইত্যাদি যত বিষয় আছে সব কিছুতে তার মতো এত জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি। একবার তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম,

يَا خَالَةُ اَلطِّبُّ مِنْ أَيْنَ عَلِمْتِهِ؟

'খালা, চিকিৎসাবিদ্যা আপনি কোথা হতে রপ্ত করলেন?!'

জবাবে তিনি বললেন,

كُنْتُ أَمْرَضُ فَيُنْعَتُ لِيَ الشَّيْءُ، وَيَمْرَضُ الْمَرِيْضُ فَيُنْعَتُ لَهُ فَيَنْتَفِعُ، وَأَسْمَعُ النَّاسَ يَنْعَتُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فَأَحْفَظُهُ

'আমি অসুস্থ হলে অনেকেই আমাকে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি বলত। কোনো লোক অসুস্থ হলে তার জন্যও চিকিৎসা পদ্ধতি প্রস্তাব করা হতো। আর সেগুলো উপকারেও আসত। আবার শুনতাম লোকজন একে অন্যকে চিকিৎসার উপায় বাতলে দিচ্ছে। তখন আমি সেগুলো মুখস্থ করে নিতাম।"[৩৩]

[৩৩] শুআইব আরনাউত, তাখরীজু সিয়ারি আ'লামিন নুবালা, ২/১৮৩, বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত।

Scanned by CamScanner

দ্বিতীয় পর্ব

সন্তান প্রতিপালনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দিক

এক. সন্তানদের উপলব্ধি করান যে, তারা আপনার কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ

যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এই যুগে যে এত নেতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, এর মাঝে আমাদের সন্তানদের ওপর প্রভাব বিস্তারের সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি কী হবে?'

তা হলে আমি উত্তর দেবো, 'তাদেরকে এটা অনুভব করতে দেওয়া যে, আপনি তাদেরকে গুরুত্ব দেন।'

নিজের ছেলে-মেয়েকে বুঝতে দিন, আপনি তাদেরকে গুরুত্বের চোখে দেখেন। দ্বীন, স্বাস্থ্য, মানসিকতায় তাদের জন্য সবচেয়ে ভালোটা চান। এর জন্য আপনি অনেক কিছু বিসর্জন দেন।

আমাদের সন্তানদের নেতিবাচক বিষয়গুলো যেভাবে টেনে রাখে, আমরা হয়তো সেগুলোর মতো প্রভাব ফেলতে পারব না; কিন্তু তাদেরকে যদি অনুভব করাতে পারি, তাদেরকে আমরা সত্যিই গুরুত্ব দিই; তা হলে তারা এসব বিষয়ের চোরাবালি থেকে নিজেদের মুক্ত করে আমাদের কোলে আশ্রয় নেবে।

আপনি যদি নিজের মেয়েকে এ রকম গুরুত্ব দিতে না শেখেন, তা হলে আপনি সফল বাবা নন। যখন আপনি দেখবেন আপনার মেয়ে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে,

Scanned by CamScanner

তখন তাকে ক্ষতি থেকে সতর্ক করে হিজাব পরতে বললে সে মনে মনে বলবে, 'এটা আপনার সমস্যা, আপনার জন্য আমার জীবনাচরণ পরিবর্তন করব, এমন আশা করবেন না।'

তখন তাকে তার ভালোর জন্যই বলছেন এসব বুঝ দিয়ে সফল হবেন না। সে মনে মনে বলবে, 'আপনি আবার কবে থেকে আমাকে এতটা গুরুত্বের চোখে দেখেন?'

হ্যাঁ, হয়তো আপনি আপনার সন্তানদের জন্য সবচেয়ে ভালো খাবার, জামা-কাপড়, বাড়িঘর, চিকিৎসা এমনকি অতিরিক্ত হিসেবে আইফোন, ট্যাব দিতে পারেন, তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে পারেন; কিন্তু তাদের সমস্যা, তাদের মনের ইচ্ছা মনোযোগ দিয়ে শুনতে আপনি প্রস্তুত নন, তাদের সামাজিক ও মানসিক সমস্যা দেখার এবং সমাধান করার চেষ্টাও করেন না, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নিজেদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টি সৃষ্টিতেও আগ্রহী হন না, বরং তারা আপনার সাথে কথা বলতে এলে আপনি মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বা অনলাইনে নিজেকে কাল্পনিক সফলতা (লাইক-কমেন্ট-শেয়ার) অর্জনের বুঝ দিয়ে ব্যস্ত রাখেন।

বোন, আপনি যখন নিজের ছেলেকে পড়ান, তখন হয়তো বলেন, 'ভালো করে পড়ো। তুমি যদি ফেল করো তা হলে পাশের বাড়ির ভাই-ভাবি কী বলবে!' মানে আপনি চাচ্ছেন সে যেন আপনার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করে, আপনি তাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না!

আপনি যদি নিজের মেয়েকে গুরুত্ব না দেন, তা হলে একদিন কোনো এক বাজে ছেলের সাথে তাকে দেখতে পাবেন। নিজের ছেলেকে যদি গুরুত্ব না দেন তা হলে সে গুরুত্ব খুঁজে নেবে তার মতোই কিছু অবহেলিত অসৎ সঙ্গীর কাছে।

আপনার ছেলে মাদরাসার কোনো এক সমস্যা নিয়ে হয়তো অভিযোগ করতে পারে। তখন আপনি নিজে মাদরাসায় যাবেন, যদিও ফোন করে সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন। আপনার মেয়ে কোনো একটা অনুষ্ঠানের জন্য কিছু একটা চাইলে ক্লান্ত শরীর নিয়েও রাতে সেটা নিয়ে আসবেন। তাকে গুরুত্ব অনুভব করাবেন। এতে সময় নষ্ট হয় না। আপনি সেটা আল্লাহর জন্যই করবেন।

আমি বিষয়টার গুরুত্ব তখন বুঝি যখন আমার ছেলে 'ফারূক' আমাকে বলে, 'বাবা, ছেলেরা এটা-ওটা করে। আমাকে কেন করতে দেন না?' আমি বলি, 'বাবা, আমি

Scanned by CamScanner

এগুলো তোমাকে করতে দিয়ে নিজেকে শান্তিতে রেখে কাজ করে যেতে পারি। কিন্তু আমি জানি এটা তোমার ব্যক্তিত্ব, মানসিকতা বা দ্বীনদারিতার উপযুক্ত না। আমার কাছে তুমি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমার সবচেয়ে ভালোটাই চাই। তাই তোমার চাওয়া-পাওয়া আমি খুব গুরুত্ব দিই।' সে খুব জেদি হলেও এটা শুনে চুপ হয়ে যায়।

অনেক সময় আমার মেয়ে 'সারাহ' কোনো কাজে আমাকে ডাকলে আমি সাথে সাথে সাড়া দিই। অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি, এই কাজটি সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও। তখন সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ হয় আর আদর করে মুখে চুমু এঁকে দেয়।

অতএব প্রিয় পাঠক, সন্তানদের বুঝতে দিন আপনি তাদের প্রতি যত্নশীল। আপনার নিকট তারা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, এটা যেন তারা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে।

দুই. সন্তান জান্নাত লাভের একটি শক্তিশালী মাধ্যম

কিছু দম্পতি ছেলেপুলে জন্ম দেয় এজন্য যে, এটা একটা দরকারি বিষয়। বাচ্চা-কাচ্চা না থাকলে কেমন দেখায়! সফল পারিবারিক জীবন বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে হলে ঘরে বাচ্চা থাকা প্রয়োজন। এর বেশি কিছু নয়। এ আশায় নয় যে, বাবা-মা তাদেরকে নিয়ে জান্নাতে যেতে চায়, উম্মাতে মুহাম্মাদির সংখ্যা বাড়াতে চায় কিংবা তাদেরকে সঠিক ভিত্তির ওপর লালনপালন করে আদর্শ মানুষ বানাতে চায়।

এ ধরনের মা-বাবা নিজেদের সন্তানদের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। তারা তাদের লক্ষ্য, চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণের পথে সন্তানদের বাধা হিসেবে দেখে। যেন এই সন্তানেরা তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের অংশ না।

তারা যখন তাদের সময় নেয়, তখন তারা বিরক্তি প্রকাশ করে। কারণ তারা তাদের স্বপ্ন পূরণে, লক্ষ্য অর্জনে কিংবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের পরিকল্পনার মাঝে সন্তানদের কোনো অংশ নেই।

এই শ্রেণির মা-বাবার উচিত মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের অর্থ নতুন করে খুঁজে দেখা। আমাদের সন্তানরা যে আমাদের জন্য সরাসরি জান্নাতে প্রবেশের একটা প্রশস্ত দরজা, সেটা নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা করা।

Scanned by CamScanner

আবূ হুরায়রা ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوْ لَهُ

"মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার অন্যান্য সব আমল বন্ধ হয়ে যায়—এমন সদাকা যা চলমান থাকে, এমন ইলম যার মাধ্যমে উপকার লাভ করা যায় এবং নেক সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।"[৩৪]

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন,

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، وَأَطْعَمَهُنَّ، وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান রয়েছে আর সে তাদের ব্যাপারে সবর করে এবং নিজ সাধ্যানুযায়ী তাদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করে, কিয়ামাতের দিন তারা তার জন্য জাহান্নামে যাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।"[৩৫]

এ হাদীসগুলোকে বিবেচনা করে আমাদের চিন্তাভাবনার বড়ো একটা অংশ জুড়ে আমাদের সন্তানদের স্থান দেওয়া উচিত।

তিন. সন্তানদের ইগনোর করা থেকে বেঁচে থাকুন

'বাচ্চাগুলোকে একটু সময় দাও।'

'আপনি দেন। আমি এখন বেশ ক্লান্ত।'

'মোবাইলটা রেখে বাচ্চাদের একটু পড়ান।'

'আমি মাত্র অফিস থেকে এলাম। তুমি পড়াও।'

---

[৩৪] মুসলিম, ১৬৩১।

[৩৫] ইবনু মাজাহ, ৩৬৬৯; আহমাদ, ১৬৯৫০, সহীহ। অন্য হাদীসে দুটি কন্যা সন্তানের কথাও উল্লেখ রয়েছে।

Scanned by CamScanner

'তুমি বাচ্চাদের সাথে খেলো। এটা ওদের বড়ো করে তোলার দায়িত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।'

'আপনি খেলেন। আমি সারাদিন কাজ করি। এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া আমার অধিকার।'

প্রিয় মা-বাবা, আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ! আপনাদের বাচ্চাদের সামনে দয়া করে এ ধরনের কথাবার্তাগুলো বলবেন না। বাচ্চাদের গায়ে হাত তোলা কিংবা তাদের সাথে চিৎকার করা যদিও খারাপ কিন্তু তার চাইতে এ ধরনের কথা কাটাকাটি আরও বেশি খারাপ।

হয়তো আপনি চিৎকার করে বকা দিলেন। বাচ্চাকে কোনো কারণে মারলেন। মারতে গিয়ে সীমালঙ্ঘনও করলেন। এটা আপনার ভুল।

কিন্তু সেগুলো এ ধরনের কথাবার্তা থেকে তুচ্ছ।

কারণ কখনো হয়তো আপনি নিজ ছেলে/মেয়ের সাথে কঠোর আচরণ করলে সেটা তাকে ভালোবেসে এবং তার ভালো চেয়েই করেন। এটা সে বুঝতে পারে।

কিন্তু 'আপনি ওকে নেন... না, তুমি ওকে নাও।' এ ধরনের কথা তাদের মনে খুব নেতিবাচক বার্তা পৌঁছে দেয়। সে বার্তাটা হলো, 'বাচ্চারা, তোমরা আমাদের প্রায়োরিটি না। তোমাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক আমরা উপভোগ করি না। তাই একে অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাই। বোঝাটা অন্যের ওপর ন্যস্ত করে আরাম করতে চাই।' কী জঘন্য এই বার্তা! নবিজি ﷺ-এর এই হাদীসটি স্মরণ রাখবেন,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৩৬]

---

[৩৬] বুখারি, ২৪০৯; মুসলিম, ১৮২৯।

Scanned by CamScanner

চার. সন্তানদের আগলে রাখুন, না হয় জন্ম দেওয়া থেকেই বিরত থাকুন

আমাদের থেকে আমাদের সন্তানদের চুরি করে নেওয়া হচ্ছে! যে ঘটনাগুলো আমার মাঝে সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে তার মধ্যে একটি হলো, আমেরিকার একটি পরিবারের ঘটনা। সে পরিবারের বাবা-মা দুজন লেবানিজ মুসলিম। তাদের ঘরে দুই মেয়ে ও এক ছেলে। তাদের নতুন এক সন্তান হলো। কিন্তু তার শরীরে অস্বাভাবিক কিছু লক্ষণ দেখা দিলো। তার মা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মনে করল হয়তো তার মা তাকে মারে বলেই এমন অবস্থা। তারা পুলিশে খবর দিলো। পুলিশ এসে সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে অন্য সন্তানদের তাদের দাদীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কট্টর খ্রিষ্টান এক আমেরিকান পরিবারকে দিয়ে দিলো। তারা সন্তানদের নাম পরিবর্তন করে খ্রিষ্ট ধর্মে বড়ো করে তুলল। বাবা-মা নিজ সন্তানদের ফিরে পাওয়ার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো।

এদিকে হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যু হলো। হাসপাতাল তার ময়নাতদন্ত করে আবিষ্কার করল যে, তার এই অস্বাভাবিক লক্ষণগুলো মূলত জেনেটিক রোগের কারণে, কোনো আঘাতের কারণে না। আদালত মা-বাবাকে নির্দোষ ঘোষণা করল।

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন তখন বেচারি মায়ের অনুভূতি! তিনি আদালত থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে বলেছিলেন, 'আজ আমার সন্তানরা জানতে পারবে যে আমি নির্দোষ!'

কিন্তু এখানেই ছিল সারপ্রাইজ! কয় বছর পরে নির্দোষ প্রমাণিত হলেন? সতেরো বছর! হ্যাঁ, সতেরো বছর পরে। ততদিনে তিন সন্তান আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন শহরে বড়ো হয়েছে। তাদের জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন। আমেরিকানদের জীবনযাত্রায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাবা-মায়ের দ্বীনে তাদের আর বিশ্বাস নেই।

তাদের এক মেয়ের বয়স তখন উনিশ বছর। এক সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনার মা যে নির্দোষ প্রমাণিত হলো, এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?'

তার উত্তর ছিল, 'এই মহিলার সাথে এখন আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ওই পরিবারের সাথে বড়ো হয়েছি। ওদেরকেই আমার বাবা-মা মনে করি। ভবিষ্যতে

Scanned by CamScanner

হয়তো এই মহিলাকে গুরুত্ব দিতে পারি। তবে এখন আমার কোনো আগ্রহ নেই!'

খারাপ আচরণের সন্দেহে বাবা-মাকে সন্তান থেকে বঞ্চিত করা মানবরচিত আহম্মকি আইনের পরিণতি, যে আইন আল্লাহর শারীআত মানে না।

এর থেকে কঠিন শাস্তি আর হতে পারে না! হয়তো সন্তানদের হত্যা করাও এর চাইতে তুচ্ছ। কিন্তু এভাবে আপনার সন্তানকে হরণ করা হবে তারপর আইনের জোর খাটিয়ে এমন কিছু মানুষের কাছে রাখা হবে যারা তাদেরকে শিরকের ওপর, কুরআন ও নবিকে অস্বীকার করার ওপর বড়ো করে তুলবে, আর আপনি চেয়ে চেয়ে দেখবেন, কিছু করতে পারবেন না?! অথচ ওরা আপনার সন্তান, আপনার কলিজার টুকরো! খুবই কষ্টের অনুভূতি! আল্লাহ, আমাদের ও মুসলিমদের নিরাপদ রাখুন।

এমন ঘটনা পশ্চিমের মুসলিমদের ক্ষেত্রে খুব সীমিত পরিসরে ঘটলেও আজ খুব বেশি ঘটছে আমাদের দেশগুলোতে, আমাদের ঘরেই! কীভাবে!

কিছুদিন আগে এক মাদরাসার শিক্ষকের সাথে বসে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আট বছর যাবৎ আমি এই সেক্টরে কাজ করে আসছি। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রে গত বছরের মতো এতো অধঃপতন আর কখনো দেখিনি! আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি এই অভিযোগ ব্যাপক। শুধু আমার মাদরাসায় না। বাবা-মায়েরা সন্তানদের মোবাইল, ট্যাব, আইপ্যাড ধরিয়ে দেয়। তাদের কোনো দিকনির্দেশনা দেয় না। ছেলে-মেয়েরা এসব ডিভাইস নিয়ে কী করছে সেটাও তারা দেখে না। যে কারণে আমাদের বাচ্চাদের ব্রেইনওয়াশ করে ফেলছে এসব ডিভাইস। বিখ্যাত ইউটিউব চ্যানেলগুলো অশ্লীলতা, প্র্যাঙ্ক, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, দ্বীন ও মূল্যবোধকে তুচ্ছ করে দেখা, বাবা-মাকে গুরুত্ব না দেওয়া এমন সব কিছু শিখিয়ে দিচ্ছে।'

চিত্রটা সেই লেবানিজ পরিবারের থেকে খুব আলাদা না। আমাদের সন্তানদেরও চুরি করা হচ্ছে। তাদের ইসলামি পরিচয়কেও মুছে দেওয়া হচ্ছে। তাদের ফিতরা বিনষ্ট হচ্ছে। ইসলামবিরোধী চিন্তাচেতনায় ও চরিত্রে তাদেরকে পরিপুষ্ট করা হচ্ছে।

মা-বাবাদের বলছি, আমার থেকে একটা উপদেশ শুনে নিন। হয় আপনারা সন্তানকে ভালোবাসা, প্রতিপালন করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার কাজে একটা কোয়ালিটি টাইম বের করুন। আর না হয় সন্তান জন্ম দেওয়া থেকেই বিরত থাকুন!

Scanned by CamScanner

পাঁচ. আল্লাহর ব্যাপারে সন্তানদের মনে খারাপ ধারণা তৈরি করবেন না

'তুমি মিথ্যা বললে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে ফেলবেন।'

'তোমার ভাইকে মারলে আল্লাহ তোমাকে অনেক শাস্তি দেবেন।'

আমরা সাধারণত এসব বাক্য ব্যবহার করে শিশুদের মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখতে চাই! অথচ বলতে গেলে আমাদের এই বাক্যগুলোই জঘন্য পর্যায়ের মিথ্যা। এর দ্বারা আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে তাদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। তাও আবার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তথা শৈশবে!

১. আমরা জানি এই বাচ্চার এখনো শারীআত পালনের বয়স হয়নি। তার কোনো গুনাহ নেই। আল্লাহ শৈশবের সময়টাকে এভাবেই নির্ধারণ করেছেন। তা হলে কোন অধিকারে আমরা আল্লাহর দিকে এমন কিছু সম্পৃক্ত করছি, যেটা তিনি বলেননি? কী করে আমরা সন্তানদের হিসাব-নিকাশ করছি?

২. কোনো মা বলতে পারেন, 'আমি বাচ্চার মনে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে চাই।' বেশ ভালো কথা। এর তো অনেক পদ্ধতি আছে, সেগুলো ব্যবহার করুন। যেমন: 'ছেলে আমার, তুমি কি আল্লাহকে ভালোবাসো না? তুমি যে কাজটা করছো এটা আল্লাহ পছন্দ করেন না। তিনি মিথ্যা পছন্দ করেন না। সবসময় সত্য বলা তিনি পছন্দ করেন।'

৩. বাচ্চাদের মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার মাধ্যমে আমরা তাদেরকে বড়ো করে তুলতে পারি। 'তুমি এ কাজটা আল্লাহর জন্য করলে আল্লাহ তোমাকে অনেক সাওয়াব দেবেন।' এটা সত্য। বাচ্চা যদি আল্লাহর জন্য কিছু করে, তা হলে সাওয়াব পাবে।

৪. আমাকে এমন একটা হাদীস দেখান যেখানে নবি ﷺ কোনো শিশুকে বলেছেন, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন? বরং আমরা *'সহীহ বুখারি'*-র বর্ণনাতে পাই, হাসান ইবনু আলি ﷺ সদাকার খেজুর নিয়ে তার মুখে দিয়েছিল। তখন নবি ﷺ তাকে বলেছিলেন, "কাখ! কাখ!" যাতে হাসান সেটা ফেলে দেয়। এরপর তিনি বলেছিলেন, "তুমি কি জানো না, আমরা সদাকা খাই না?"[৩৭]

---

[৩৭] বুখারি, ১৪৯১, ৩০৭২; মুসলিম, ১০৬৯।

Scanned by CamScanner

তাকে তিনি বলেননি যে, তোমাকে আগুনে ফেলে দেওয়া হবে বা তোমার গুনাহ হবে।

৫. যদি বলেন, কিন্তু আমি তাদেরকে হারাম থেকে সতর্কতা শেখাতে চাই, তা হলে উত্তর হলো, 'মিথ্যার মাধ্যমে নয়! তা ছাড়া আপনার সন্তানের মনে আল্লাহর ব্যাপারে এ রকম ভয়াবহ ধারণা তৈরি করাও বৈধ না!'

৬. আমার এক বন্ধু আছে। সে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এ ব্যাপারে। সে উত্তর দিয়েছিল, 'বাচ্চারা আট বছর বয়সের আগে মনে মনে চিত্র কল্পনা করে। যখন সে শুনতে পায়, 'আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে', তখন সে ভয়াবহ কোনো একজন মানুষের কথা কল্পনা করে নেয়।'

৭. এটা খুবই দুঃখজনক যে খ্রিষ্টান মিশনারি স্কুলে শেখানো হয়, 'চোখ বন্ধ করো। এবার চোখ খুলো। এই চকলেট তোমাকে যিশু দিয়েছেন।' ওদিকে মুসলিমদের মাদরাসায় শেখানো হয়, 'আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামে ফেলে দেবেন।'

৮. শিক্ষক ভাই-বোন আমার, যখন আমার সন্তান বলে, 'অমুক স্যার/ম্যাডাম আমাদের বলেছে, এটা করলে আমরা জাহান্নামে যাব', তখন আমি দুইটা অপশন দেখি। হয় সে আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে। নতুবা আপনি তাকে দ্বীনের ব্যাপারে যেসব তথ্য দিচ্ছেন তার সত্যতা নিয়ে সংশয় করবে। আপনার কাছে অনুরাধ, এই দুই অপশনের মাঝে আমাদের ফেলে দেবেন না।

ছয়. ঢেঁড়সের বাটি নাকি আল্লাহর হক?

একদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম। এক দ্বীনি ভাই ফোন দিয়ে বলল,

'শাইখ, এখনই আপনার সাথে দেখা করতে চাই।'

'দুঃখিত ভাই! খুবই ব্যস্ত। আগামীকাল।'

'আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই।'

'আল্লাহ তাআলাই সাহায্যকারী! আচ্ছা, আমি কিছুক্ষণ পর আসছি।'

Scanned by CamScanner

তার ঘরে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী হলো ভাই? বউয়ের সাথে সমস্যাটা কী?'

'খুবই উদাসীন! চূড়ান্ত পর্যায়ের। একদিন অফিস থেকে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে ফিরলাম। সামনে দেখি ঢেঁড়সের বাটি। ঠান্ডা হয়ে গেছে। ভাতটাও ঠান্ডা। তাকে ডেকে বললাম, 'সারাদিন কষ্ট করে কাজ করি দিন শেষে এই ঠান্ডা খাবার খাওয়ার জন্য?! আমার কষ্টের এই সম্মান?!'

বাচ্চাগুলো যেন টোকাই। তাদের জামাকাপড়ের কোনো খবরই নেয় না সে। শার্টগুলো ইন করা থাকে না প্যান্টে। মুখে লেগে থাকে খাবারের দাগ। এই অবস্থায় তারা আম্মার বাড়িতেও চলে যায়!

আমি এত কিছু আর সইতে পারছি না!'

আমার জিজ্ঞাসা, 'আপনার বউ কি সালাত আদায় করে?'

'এটাও সমস্যা। সে সালাতও নিয়মিত পড়ে না।'

'আপনার বউ আপনার সাথে যা করে, আপনি এটারই উপযুক্ত।'

'কেন, শাইখ?'

'আপনি নিজের হককে গুরুত্ব দেন, ওদিকে আল্লাহর হক অবহেলা করেন! ঢেঁড়স কেন ঠান্ডা, বাচ্চাদের জামাকাপড় কেন অগোছালো সেটা নিয়ে রাগ করেন অথচ বউ সালাত আদায় করে না সেটা নিয়ে রাগেন না! আপনি জানেন যে, "প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, আর প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে।"[৩৮] কিন্তু তার সালাতে অবহেলার ব্যাপারে তখনই বললেন, যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

যদি আপনি নিজের মনে আল্লাহর হককে বড়ো করে দেখতেন, তা হলে তিনিও আপনার স্ত্রীর মনে আপনার হককে বড়ো করে দেখাতেন। কিন্তু আপনি আল্লাহর হককে তুচ্ছ করে দেখেছেন, তাই আপনার স্ত্রীও আপনাকে তুচ্ছ করে দেখেছে!

আজ রাতে গিয়ে তাকে বলুন, 'অমুকের মেয়ে, আজ আমি নিজের জন্য তোমার কাছে কিছু চাই না। আমার ব্যক্তিগত হকের জন্য তোমার সাথে আর ঝগড়া করব না। তোমার কাছে আমার একটাই চাওয়া, ঠিকমতো সালাত আদায় করবে। কারণ সালাতে অবহেলা করার কারণে যার ইসলাম সংশয়পূর্ণ, তার সাথে আমি জীবন

---

[৩৮] বুখারি, ২৪০৯; মুসলিম, ১৮২৯।

Scanned by CamScanner

কাটাতে পারব না।'

সাবধান! তাকে বলতে যাবেন না, 'সালাত, ঢেঁড়সের বাটি আর বাচ্চাদের জামা!' প্রথম স্তরে শুধুই সালাতের কথা বলবেন!'

আমার সেই ভাই নসীহতের ওপর আমল করেছিল। কিছুদিন পর সে আমাকে একটা মেসেজে জানায় যে, সে আর তার স্ত্রী আমার জন্য রাতের সালাতে দুআ করে। আল্লাহ তাদের বন্ধনকে চিরন্তন করুন।

আমাদের জন্য ঢেঁড়সপন্থী হওয়াটা খুবই খারাপ। আমরা মানুষের কাছে সম্মান চাই অথচ তাদেরকে আল্লাহর হক আদায় করতে বলার ব্যাপারে গাফলতি করি।

দাম্পত্যজীবনের অনেক সমস্যা, এমনকি মানুষের মধ্যকার সমস্যার সমাধান হলো :

আল্লাহর হককে গুরুত্ব দিন। মানুষ যদি আপনার ওপর জুলুম করে, আপনার অধিকার নষ্ট করে, তবুও আল্লাহর হককে গুরুত্বের চোখে দেখুন। তা হলে দেখবেন আল্লাহ তাআলাই তাদের মনে আপনার হকের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই ঢেঁড়সপন্থী হওয়া যাবে না!

Scanned by CamScanner

সত্যায়ন

প্র কা শ ন

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

	বই	লেখক	বিষয়বস্তু
০১	ছোটদের ঈমান সিরিজ	সমর্পণ টিম	ঈমান সিরিজ
০২	ছোটদের প্রিয় রাসূল	তানভীর হায়দার	গল্পাকারে ছোটদের বিশুদ্ধ সীরাত
০৩	শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা	ড. আইশা হামদান	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
০৪	সন্তান গড়ার কৌশল	জামিলা হো	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
০৫	কিয়ামুল লাইল	শাইখ আহমদ মূসা জিবরিল	তাহাজ্জুদের গুরুত্ব
০৬	যে আফসোস রয়েই যাবে	শাইখ আব্দুল হাই মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ	আত্ম-উন্নয়নমূলক, অনুপ্রেরণামূলক
০৭	ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-২.০	ডা. শামসুল আরেফীন	ইসলামের সৌন্দর্য ও ফেমিনিজমের অসারতা
০৮	অনেক আঁধার পেরিয়ে	জাভেদ কায়সার	অনুপ্রেরণামূলক
০৯	প্রদীপ্ত কুটির	আরিফুল ইসলাম	অনুপ্রেরণামূলক
১০	হুজুর হয়ে হাসো কেন?	হুজুর হয়ে টিম	রম্যরচনা
১১	সন্ধান	হুজুর হয়ে টীম	সংশয় নিরসন
১২	নবিজির পরশে	ইমাম ইবনু রজব হাম্বলী ﵀	আত্ম-উন্নয়নমূলক ও অনুপ্রেরণামূলক
১৩	সিসাঢালা প্রাচীর	ইমাম ইবনু আবিদ দুনইয়া	আত্ম-উন্নয়নমূলক

Scanned by CamScanner

১৪	ঈমান ধ্বংসের কারণ	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি	ঈমান ভঙ্গের ১০টি কারণ
১৫	চার বন্ধুর সমুদ্র অভিযান	আলি আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
১৬	টাইম মেশিন	আলী আব্দুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
১৭	সুবোধ	আলী আব্দুল্লাহ	প্যারোডি
১৮	কারাগারে সুবোধ	আলি আবদুল্লাহ	প্যারোডি
১৯	সুবোধ এবং এই নগরী	আলী আবদুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস
২০	ওয়াসওয়াসা : শয়তানের কুমন্ত্রণা	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ ﷺ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২১	মিউজিক : শয়তানের সুর	শাইখ আহমদ মূসা জিবরীল	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২২	ডেইলি প্ল্যানার (৬ টি ভিন্ন ভিন্ন কালার)-	হামিদ সিরাজী	প্রোডাক্টিভিটি
২৩	রবের আশ্রয়ে-	হাফিজ আল মুনাদী	দুআ ও রুকইয়া
২৪	ফী আমানিল্লাহ	হাফিজ আল মুনাদী	দুআ ও রুকইয়া
২৫	অনুসন্ধান	শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ	সংশয় নিরসন
২৬	সবর ও শোকর	ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম জাওযিয়্যাহ ﷺ	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২৭	সালাত	শাইখ আহমদ মূসা জিবরীল	আত্ম-উন্নয়নমূলক
২৮	কারাগারে চিঠি	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা- ﷺ	অনুপ্রেরণামূলক
২৯	সন্তানের ভবিষ্যৎ	ড. ইয়াদ কুনাইবি	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)
৩০	হিজাবের বিধিবিধান	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি	পর্দার গুরুত্ব
৩১	পারিবারিক সংকটে নবিজির উপদেশ	ড. ইয়াদ কুনাইবি	পরিবার
৩২	আমার সারাদিন (ছেলে-মেয়ে)	তানভীর হায়দার	ছোটদের সারাদিন

Scanned by CamScanner

স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র, মজবুত ও টেকসই বন্ধন। দুনিয়ার কোনো সীমারেখায় একে সীমাবদ্ধ করা যায় না। ক্ষণস্থায়ী এই জগৎ পেরিয়ে অনন্তকালের চিরস্থায়ী জান্নাত পর্যন্ত তা বিস্তৃত। দুজনের সুসম্পর্কের কারণেই গড়ে ওঠে প্রশান্তিময় পরিবার ও সমাজ। কিন্তু কিছু অনিয়ম আর অবহেলার কারণে পবিত্র এই সম্পর্কের মাঝেও আসে ভাঙন। সুখ-শান্তির এই ঘরেও হানা দেয় অশান্তির আগুন; যা তিলে তিলে শেষ করে দেয় দুটি পরিবার, দুটি জীবন।

দিন দিন পারিবারিক বিভিন্ন সংকট প্রকট আকার ধারণ করছে। ধীরে ধীরে পুরো সমাজকেই তা আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে।

কিন্তু কেন? কী কারণে যত্নে গড়া সংসারগুলো ভেঙে যাচ্ছে? কেন পরিবারগুলো এমন রংহীন ধূসরে পরিণত হচ্ছে? আর এর সমাধানই-বা কী? এই বইয়ে সেগুলো নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল ও সুখময় দম্পতি আয়িশা ﵂ ও মুহাম্মাদ ﷺ-এর পারিবারিক সম্পর্কের ছোটোবড়ো বিভিন্ন বিষয় এখানে সুচারুরূপে উঠে এসেছে।

আশা করছি এই বইটির মাধ্যমে প্রতিটি দম্পতিই সঠিক পথ খুঁজে পাবে এবং প্রতিটি পরিবার সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে, ইন শা আল্লাহ।

সত্যায়ন
প্রকাশন

Scanned by CamScanner